মাইকে মৃত্যুসংবাদ প্রচার

একটি

গবেষণামূলক পর্যালোচনা

পর্যালোচনায়

আবূ হাবীবাহ নাজমে আলাম সানাবিলী

সম্পাদনায়

শায়খ আব্দুল্লাহ সালাফী

মাইকে মৃত্যুসংবাদ প্রচার

একটি

গবেষণামূলক পর্যালোচনা

পর্যালোচনায়

আবূ হাবীবাহ নাজমে আলাম সানাবিলী

সম্পাদনায়

শায়খ আব্দুল্লাহ সালাফী

পেজ ডিজাইনিং

ব্রাদার রাহুল হোসেন (রুহুল আমিন)

প্রথম প্রকাশ ০৪/০৭/২০২০ (অনলাইন ভার্সন)

শনিবার দূপুর ০২:১০ মিনিট

অভিমত

الحَمدُ للهِ رَبِّ العَالمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى نَبِيِّه الأمِين محمد وَعَلى آلِهِ وَصَحبِه أجْمَعِين وَمَن اهْتدى بِهَدْيِه وَسُننِه الى يَومِ الدِّين-

রসূল (স্বল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) হচ্ছেন সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য চিরন্তন আদর্শ। তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণই হচ্ছে মানব জাতির একমাত্র এবং অভ্রান্ত মুক্তির সনদ। আর এটাও চরম সত্য যে, শয়ত্বান হচ্ছে মানব জাতির ঘোষিত শত্রু। সে কোন মতেই চাইবেনা যে, সঠিক পথে পরিচালিত হয়ে মানুষ সাফল্য মণ্ডিত হোক। সেজন্য সে দ্বীনের সাথে সংঘর্ষশীল বিষয় সমূহকে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে ও মানুষ তাকে ভাল ভাবতে লাগে। এভাবেই বিদ'আতের আবিষ্কার হয়েছে।

মৃত্যুসংবাদ প্রচারকে কেন্দ্র করে সালাফ ও খালাফদের জুমহূর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের স্টান্ড পয়েন্ট হল তা উচ্চস্বরে অথবা লাউড স্পীকারের মাধ্যমে কোন মতেই চলবে না। এটা 'না'য়ী' বা বিষিদ্ধ মৃত্যসংবাদ। কিন্তু কে কার কথা মানে ! মাসজিদের মাইককেও এমন কাজে ব্যবহার করতে লাগল। অথচ মাসজিদে কোন হারানো বস্তুর সন্ধান হেতু ঘোষণাকারীর জন্য বদ্দু'আ করার নির্দেশ হাদীসে এসেছে। কারণ বলা হয়েছে যে, মসজিদের নির্মাণ এতদ্দুশ্যে হয়নি। (স্বহীহ মুসলিম হাঃ ৫৬৮)

উক্ত হাদীসের আলোকে স্বলাত সম্পর্কিত ঘোষণা ব্যতীত অন্য কোন পার্থিব ঘোষণা দেওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়। বর্তমানে যদিও মাসজিদ হতে যে কোন হারানো বস্তুর ঘোষণা, সরকারী প্রকল্পের প্রচার ইত্যাদি ইমামদের দিয়ে করানো হচ্ছে। যা অত্যন্ত বেদনার।

আলিমগণ বিষয়টি নিয়ে ভাবেন না, নতুবা পাবলিক সেন্টিমেন্টকে বিশেষ উদ্দেশ্যে আহত করতে চান না। মহান আল্লাহ যেভাবেই হোক সত্যের কিরণকে আম্লান রাখবেন, যদিও তা নিন্দুকদের অপছন্দ হয়।

স্নেহবর শাইখ নাজমে আলাম সানাবিলী একটি পরিচিত মুখ। সমসাময়িক সমস্যার আল-কুরআন ও স্বহীহ সুন্নাহ'র আলোকে বিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত । মৃত্যুর ঘোষণা সম্পর্কিত স্পর্শকাতর বিষয়টিকে তিনি নিখুঁত ভাবে সমাধা করেছেন। জমঈয়তে আহলে হাদীস পশ্চিম বাংলার পক্ষ হতে তিনি উপযুক্ত প্রমাণাদি দ্বারা বলতে চেয়েছেন যে, *মৃত ব্যক্তির সংবাদ লাউড স্পীকার বা মাইকের দ্বারা দেওয়া যাবে না।*

মাহান আল্লাহ শাইখকে উত্তম পাতিদানে ভূষিত করুন এটাই আমাদের কামনা। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুন, যেন তিনি আরও ভালো ভাবে দ্বীনের খিদমাত আঞ্জাম দিতে পারেন ।

الله ولي التوفيق

আব্দুল্লাহ সালাফী

আমীর জমঈয়তে আহলে হাদীস, পশ্চিম বাংলা

চেয়ারম্যান সরল পথ অ্যাকাডেমি (বয়েজ)

কাঁকুড়িয়া, উমরপুর, মুর্শিদাবাদ

২২/০৬/২০২০

লেখকের কথা

الحمَدُ للهِ رَبِّ العالمِينَ وَالصّلاة وَالسّلامُ على أشرَفِ الأنبياءِ والمُرسَلِينَ وَعَلى آلِهِ وَأصْحَابِهِ أجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُم بِاحْسانٍ الى يَوْمِ الدِّين وَبعد-

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। স্বলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স্বাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম), তাঁর বংশধর ও তাঁর সৎকর্মশীল সাথী, তাঁর সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুসারীদের উপর।

প্রাণীকুলের সবাইকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। জন্ম ও মৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দু'টির কোনটির ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। কখন হবে, কোথায় হবে, কিভাবে হবে, তা আল্লাহ ব্যতীত কারো জানা নেই। আল্লাহ বলেন, "প্রত্যেক প্রানীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। (সূরাহ আলে ইমরান ৩/১৮৫, সূরাহ নিসা ৪/৩৫, সূরাহ আনকাবূত ২৯/৫৭)

জাগতিক অপরাপর বিষয়ের ন্যায় মৃত্যু- পরবর্তী করণীয় বিষয়গুলিতেও ইসলামের সুস্পষ্ট পথ বির্দেশনা বিদ্যমান। এতৎসত্বেও যুগে যুগে মৃত্যুকে কেদ্র করে শির্ক, বিদ'আত, কুসংস্কার তথা নানাবিধ কার্যকলাপের সংক্রমণ ঘটে চলেছে অবিরাম- যার মধ্যে অন্যতম হল মৃত্যুসংবাদ প্রচারে অজ্ঞতা- যুগের অন্ধ অনুসরণ।

কোন মুমিন ব্যক্তি মারা গেলে জীবিতদের অন্যতম করনীয় হ'ল, তাকে গোসল করানো, কাফন পরানো, কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া এবং জানাযাহ ও দাফন কার্য সম্পন্ন করার লক্ষে প্রয়োজনীয় লোকজনকে জানানো। বিশেষভাবে তাঁর পরিবার- পরিজন, আত্মীয়- স্বজন এবং তার সাথী- বন্ধুদেরকে তার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া।

ইসলামপূর্ব যুগের লোকেরা এ সংবাদ কোন উঁচু স্থান থেকে প্রচার করত। কিংবা জন সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে বলতো আমি অমুকের মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছি। অথবা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে মাইয়েতের গৌরবময় কাজগুলি বর্ণনা করে তার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করতো। আবার কিছু মৃত্যুসংবাদে তার সাথে আর্তনাদ, শোরগোল ইত্যাদি যোগ হয়ে যেত। কিন্তু ইসলাম আসার পর রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) মৃত্যুসংবাদ প্রচারের এ পদ্ধতি থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের মতে মৃত্যুসংবাদে উচ্চ কণ্ঠস্বর শামিল হলেই তা নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদে পরিণত হয়। এখন যার বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে মাইক বা লাউড স্পীকার। মৃত্যুসংবাদ প্রচারের এ নিষিদ্ধ পদ্ধতি মানুষের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সাম্প্রতিক তা খুব বেশীই বিস্তার লাভ করেছে। তার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। গাড়িতে মাইক বেঁধে রাস্তাঘাটে প্রচার, মসজিদের মাইকে স্বালাতের পূর্বে অথবা স্বলাতের শেষে ঘোষণা। মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করার এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে কিছু আলেম (হাদাহুমুল্লাহ ইলাস্ব- স্বাওয়াব) এ নিষিদ্ধ ও বিদ'আতী মৃত্যুসংবাদকে বৈধ প্রমাণ করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জাহেলী মৃত্যুসংবাদের সাথে একাধিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ মৃত্যুসংবাদ প্রচার করাকে নির্দিধায় জায়েয বলে ফাতাওয়া দিচ্ছেন। যেসব আলিমেগণ মাইকে মৃত্যুর এ'লানকে জায়েয বলেছেন খুঁজে খুঁজে তাঁদের ফাতাওয়াগুলির প্রচার করে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।

নাবী (স্বল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) অহীর মধ্যমে প্রাপ্ত কয়েকজনের মৃত্যুসংবাদ দিয়েছেন। বিশেষ করে যাঁদের মৃত্যুসংবাদ সেই মুহুর্তে মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। যেমন, হাবশের বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যুসংবাদ, যাইদ ইবনু হারেসাহ, জা'ফার ইবনু আবী ত্বালেব এবং আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাযি আল্লাহু আনহুম) এর মৃত্যুসংবাদ। স্বাহাবা (রাযি আল্লাহ আনহুম)- ও মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রচারের পদ্ধতি ছিল জাহেলী মৃত্যুসংবাদের সমস্ত বৈশিষ্ট থেকে মুক্ত।

রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) ও স্বাহাবীদের যুগে মাইক ছিল না, কিন্তু তার বিকল্প ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল। যা তাঁরা আযানের জন্য ব্যবহার করতেন। কিন্তু হাদীসের ভাণ্ডারে বিশুদ্ধ সূত্রে এমন কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি যা থেকে বোঝা যাবে যে, তাঁরা মৃত্যুসংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে কণ্ঠস্বর উচ্চ করার বিকল্প মাধ্যম গ্রহণ করেছেন। বরং তাঁরা এর উল্টো টা করেছেন। বিদ'আতী মৃত্যুসংবাদের ভয়ে সুন্নাতী মৃত্যুসংবাদ প্রচারেও বাধা দিয়েছেন।

মৃত্যুসংবাদ প্রচার কে কেন্দ্র করে যাবতীয় বিভ্রান্তির অপনোদন এবং প্রকৃত সত্য বাস্তবায়নের উদ্দেশে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে প্রকৃত সত্য অনুধাবন ও তা বাস্তবায়নের তাওফীক দিন আ- মীন।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি যারা এপুস্তিকা প্রণয়নে কোন প্রকার সহযোগিতা করেছেন বিশেষভাবে শায়খ আব্দুল্লাহ সালাফী, শায়খ আইনুল হক্ব বীর্ভূমী, আমার স্নেহবর

আমীরুল ইসলাম আলিয়াভী এবং ব্রাদার রাহুল হোসেন- কে তিনি উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন–আমীন-

আবূ হাবীবাহ নাজমে আলাম সানাবিলী

যোগাযোগ +৯১ ৯৩৮২ ৪৮৭৩৭৪

প্রথম অধ্যায়

"মৃত্যুসংবাদ" কথাটির শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ-

মৃত্যুসংবাদ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হ'ল (نَعْيٌ) 'না'য়ুন' যা (ي , ع , ن) তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত। শব্দটি মূলতঃ জানানো, ঘোষণা করা, আহ্বান করা, অবহিত করা এবং প্রচার ও প্রসার করার অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

(ক) ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত- তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ (জন্ম ২২০ হিজরী এবং মৃত্যু ২৭৯ হিজরী) বলেছেন,

وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ: أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ فُلاَنًا مَاتَ لِيَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ.

উলামাগণের নিকট 'না'য়ী' বলা হয়, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করা যে, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে যাতে তারা তার জানাযায় উপস্থিত হয় । (জামেউত তিরমিযী ৩/ ২০৩ হাঃ ৯৮৫)

(খ) আবূ যাকারিয়্যাহ ইয়াহিয়াহ ইবনু আলী আত- তাবরেযী (মৃত্যু ৫০২ হিজরী) বলেছেন,

النعي وَهُوَ الْإِخْبَار بِمَوْت الْمَيِّت .

অর্থঃ 'না'য়ী' বলা হয়, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ দেওয়াকে । (শারহু দীওয়ানিল হামাসাহ ২/২৯৪)

(গ) ইবনুল আসীর আল- জাযরী (মৃত্যু ৬০৬ হিজরী) লিখেছেনঃ

نَعَى الميِّتَ يَنْعاه نَعْياً ونَعِيّاً إذا أذاعَ موته وأخْبَر به وإذا ندَبَه .

কোন ব্যক্তির ব্যপারে "না'য়াল মায়্যেতা" তখন বলা হয় যখন মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করে এবং তার প্রতি শোক জ্ঞাপন করে । (আন- নিহাইয়া ফী গারীবিল হাদীস অল- আসার ৫/১৮৮)

(ঘ) মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আবূল ফাইয আয- যুবায়দী(মৃত্যু ১২০৫ হিজরী) বলেন,

هُوَ الدُّعاءُ بمَوْتِ المَيِّتِ والإشْعارُ بِهِ .

না'য়ী বলে, মায়্যেতের মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া ও তার ঘোষণা দেওয়া । (তাজুল উরূস মিন জাওয়হিরুল কামূস ৪০/১০৯)

(ঙ) ডঃ শায়খ আহমাদ মুখতার উমার বলেছেন,

النعيُ هُوَ إذَاعَةُ خَبَرِ المَوْتِ، وَلَيْسَ مُطْلَقُ الإعْلَانِ.

‘আন- না’য়ী মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা। সাধারণ আহ্বানকে ‘আন- নায়ী’ বলা হয় না। (মুজামুস্ব- স্বাওয়াবিল লুগবী ১/৭৬৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৃত্যুসংবাদের প্রকারভেদঃ মৃত্যুসংবাদ দু'প্রকার-

প্রথম প্রকারঃ বৈধ ও সুন্নাতী মৃত্যুসংবাদ- যে মৃত্যুসংবাদ জাহেলী মৃত্যুসংবাদের সমস্ত গুণ থেকে খালী হবে। সর্বসম্মতিক্রমেই এটা সুন্নাতী মৃত্যুসংবাদ।

(ক) স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) স্বাহাবাহ (রাযি আল্লাহু আনহুম)- কে কয়েকটি মৃত্যুসংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। যেমন-

আবূ হুরাইরাহ (রাযি আল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

অর্থাৎঃ যেদিন হাবশাহ (আবিসিনিয়া)- র বাদশাহ নাজাশী মৃত্যুবরণ করলেন সেদিনেই রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদেরকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জানালেন । (স্বহীহ বুখারী হাঃ ১২৪৫- ১৩৩৩, স্বহীহ মুসলিম হাঃ ১৫৮১)

(খ) আনাস ইবনু মালেক (রাযি আল্লাহু আনহু) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ،

قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُم.

নবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যাইদ ইবনু হারেসাহ, জা'ফার ইবনু আবী ত্বালেব এবং আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাযি আল্লাহু আনহুম) এর মৃত্যুসংবাদ (মুতার) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যোদ্ধাদের ফিরে আসার পূর্বেই লোকেরাকে জানালেন। (স্বহীহ বুখারী হাঃ ৩৭৫৭, ৪২৬২)

(গ) আবূ হুরাইরাহ (রাযি আল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন,

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي.

একজন কালো বর্ণের মহিলা অথবা একটি যুবক মাসজিদে নাবাবী ঝাড়ু দিত, একদিন রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাকে দেখতে পেলেন না। তিনি তার খোঁজ নিলেন। লোকেরা বলল, সে মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানালে না কেন? (স্বহীহ বুখারী হাঃ ৪৫৮, স্বহীহ মুসলিম হাঃ ১৫৮৮)

(ঘ) ইয়াযীদ ইবনু সাবিত (রাযি আল্লাহু আনহু) বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقِيعَ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: فُلَانَةُ، قَالَ: فَعَرَفَهَا وَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا قَالُوا: كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ.....

একদা আমরা নবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর সাথে বাইরে গেলাম। যখন তিনি বাক্বি পৌঁছালেন তিনি একটি নতুন ক্বর দেখতে পেলেন। নাবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তার ব্যপারে প্রশ্ন করলেন। স্বাহাবাহ (রাযি আল্লাহু আনহুম) বললেন, অমুক মহিলার ক্বর। তিনি তা চিনে নিলেন। এবং বললেন, তোমরা আমাকে এর মৃত্যু সংবাদ কেন দিলে না? তাঁরা বললেন, আপনি দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আর আপনি স্বিয়ামের অবস্থায় ছিলেন। সুতরাং আমরা আপনাকে কষ্ট দেওয়া পছন্দ করিনি। তিনি বললেন, এমনটা করো না । আমি যতদিন তোমাদের মধ্যে থাকব, এর পর তোমাদের মধ্যে যে কেউ মৃত্যু বরণ করুক আবশ্যই আমাকে জানাবে। কারণ আমার দু'আ তার জন্য দয়ার কারণ হবে । (নাসায়ী হাঃ ২০২২, ইবনু মাজাহ হাঃ ১৫২৮ সূত্র স্বহীহ । ইবনু হিব্বান, আলবানী, হাফেয যুব্যার আলী যায়ী এবং শুয়াইব আরনাউত্ব স্বহীহ বলেছেন।)

(ঙ) ইয়াহইয়া ইবনু আব্দিল হামীদ ইবনে রাফে ইবনে খাদীজ তাঁর দাদী উম্মে আব্দিল হামীদ (রাযি আল্লাহ আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন,

فَمَاتَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَأَتَى ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ مِثْلَ رَافِعٍ لَا يُخْرَجُ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَ مَنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْقُرَى، فَلَمَّا خَرَجْنَا بِجَنَازَتِهِ، فَصُلِّيَ عَلَيْهِ، جَاءَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى جَلَسَ عَلَى رَأْسِ الْقَبْرِ

রাফে ইবনু খাদীজ (রাযি আল্লাহ আনহু) আসরের পর মারাগেলেন । অতঃপর ইবনু উমার (রাযি আল্লাহ আনহুমা) উপস্থিত হলেন । তাঁকে বলা হ'ল, হে আব্দুর রহমানের আব্বা! রাফে ইবনু খাদীজ মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি তাঁর জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, মদীনার পার্শবর্তী গ্রামগুলিতে সংবাদ না দেওয়া পর্যন্ত রাফের মতো লোকের জানাযাহ বের করা হবে না । আমরা যখন তাঁর জানাযাহ বের করলাম তাঁর স্বলাত আদায় করা হ'ল । ইবনু উমার এসে কবরের মাথার পার্শ্বে বসে পড়লেন। (আল- মুজামুল কাবীর লিত- তাবারানী ৪২৪২ হাফেয যুবাইর আলী যায়ী বলেছেন, উম্মে আব্দিল হামীদ পর্যন্ত সূত্র স্বহীহ। কিন্তু ইয়াহইয়া ইবনু রাফে-কে ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন ছাড়া কেউ গ্রহণযোগ্য বলেননি।)

(চ) আব্দুল্লাহ্ ইবনু উরওয়া ইবনিয যুবাইর (রাহেমাহুল্লাহ) বলেন,

كَانَ يُؤْذِنُ بِالْجِنَازَةِ، فَيَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ فَيَقُولُ: عَبْدُ اللَّهِ دُعِيَ فَأَجَابَ، أَوْ أَمَةُ اللَّهِ دُعِيَتْ فَأَجَابَتْ، فَلَا يَقُومُ مَعَهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْهُمْ

আবূ হুরাইরাহ (রাযি আল্লাহ আনহু) জানাযাহ সম্পর্কে অবহিত করতেন । তো তিনি মসজিদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলতেন, আল্লাহর বান্দাকে অথবা বান্দীকে ডাকা হয়েছে সে ডাকে সাড়া দিয়েছে। এর জন্য তিনি খুব কম দাড়াতেন। (মস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ হাঃ ১১২১৯ সূত্র স্বহীহ)

জ্ঞানদীপ্ত পাঠক! উল্লিখিত হাদীস ও আসারগুলি থেকে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) নিজে মৃত্যুসংবাদ দিয়েছেন এবং অন্যদেরকে দিতেও বলেছেন। স্বাহাবাহ (রাযি আল্লাহ আনহুম)ও মৃত্যুসংবাদ দিয়েছেন। তবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, তাঁদের দেওয়া মৃত্যুসংবাদে কোন প্রকার ঘোষণা ছিল না এবং জাহিলী মৃত্যুসংবাদের সাথে তার কোন মিল ছিল। সুতরাং এটা ছিল বৈধ মৃত্যুসংবাদ।

কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু আলেম (আল্লাহ তাঁদের সঠিক জানার, তার প্রতি আমল করার এবং মানুষের সামনে তা ব্যক্ত করার তাওফীক্ব দান করুন) জনসাধারণের সামনে এ সব হাদীস পেশ ক'রে, তা থেকে মাইকে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণার প্রমাণ উপস্থাপন করছেন। আর সাধারণ মানুষকে তাঁদের এ প্রমাণ উপস্থাপন বড্ড মুগ্ধ করছে। কারণ এটা তাঁদের আবেগের অনুকূলে। কিন্তু তাঁরা তো জানে না যে, শরীয়তের কোন একটা বিষয় প্রমাণ করার জন্য যেমন একটি সুস্পষ্ট ও সঠিক দলীল লাগবে, ঠিক তেমনি তা হতে প্রমাণ উপস্থাপনও সঠিক পদ্ধতিতে হতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

উক্ত মৃত্যুসংবাদ সম্পর্কে উলামাগণের মতামত-

(ক) আস্থাভাজন তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেছেন,

لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ الرَّجُلُ حَمِيمَهُ، وَصَدِيقَهُ بِالْجِنَازَةِ

মায়্যেতের সাথী- বন্ধুদেরকে তার জানাযাহ সম্পর্কে অবহিত করাতে কোন অসুবিধা নেই। (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ হাঃ ১১২১৮ সূত্র স্বহীহ)

(খ) ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা তিরমিযী বলেছেন, কিছু উলামা বলেন,

لَا بَأْسَ أَنْ يُعْلِمَ أَهْلَ قَرَابَتِهِ وَإِخْوَانَهُ

মৃতব্যক্তির আত্মীয়স্বজন ও তার ভাইদেরকে তার মৃত্যুসংবাদ জানাতে কোন অসুবিধা নেই। (জামেউত- তিরমিযী, হা/৯৮৫; ৩/৩০৩)

(গ) কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম হানাফী (মৃত্যু ৮৬১ হিজরী) বলেন,

وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ فِي الْأَزِقَّةِ وَالْأَسْوَاقِ لِأَنَّهُ نَعْيُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ بَعْدُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ تَنْوِيهٍ بِذِكْرِهِ وَتَفْخِيمٍ بَلْ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِأَنَّ فِيهِ تَكْثِيرَ الْجَمَاعَةِ مِنْ الْمُصَلِّينَ وَلَيْسَ مِثْلُهُ نَعْيَ الْجَاهِلِيَّةِ.

কিছু লোক গলিতে ও বাজারে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করাকে অপছন্দ করেছেন। কারণ তা জাহেলী মৃত্যুসংবাদ। তবে সঠিক কথা হ'ল, যদি তা প্রশংসা এবং গৌরব বর্ণনার সাথে না হয় তবে অপছন্দনীয় নয়। বরং বলতে হবে "আল্লাহর ফক্বীর বান্দাহ অমুকের ছেলে অমুক মারাগেছে" কারণ এতে মুস্বল্লীদের জামা'আত ভারী হয়। আর জাহিলী 'নায়ী' এ রকম হয় না। (ফাতহুল ক্বাদীর ২/১২৭)

(ঘ) নিযামুদ্দীন আল- বালখী (মৃত্যু ১৩৬ হিজরী)- র নেতৃত্বে হিন্দুস্তানী হানাফীদের একটা বড় জামা'আত ফাতাওয়া দিয়েছেন,

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْلَمَ جِيرَانُهُ وَأَصْدِقَاؤُهُ حَتَّى يُؤَدُّوا حَقَّهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ.

মায়্যেতের পড়শী এবং তার সাথী বন্ধুদেরকে তার মৃত্যুসংবাদ দেওয়া মুস্তাহাব। যাতে তারা তার স্বলাত ও দু'আর মাধ্যমে তার হক্ব আদায় করতে পারে । (আল- ফাতাওয়া আল- হিন্দিয়াহ ১/১৫৭)

(ঙ) আল- মাউসূয়াতুল ফিকহিয়্যাহ আল- কূয়েতিয়্যার মুফতীগণ লিখেছেন,

وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ كُرِهَ صِيَاحٌ بِمَسْجِدٍ أَوْ بِبَابِهِ بِأَنْ يُقَال: فُلاَنٌ قَدْ مَاتَ فَاسْعَوْا إِلَى جِنَازَتِهِ مَثَلاً، إِلاَّ الإْعْلاَمَ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ أَيْ مِنْ غَيْرِ صِيَاحٍ فَلاَ يُكْرَهُ.

শারহুসসাগীর গ্রন্থে আছে, অমুক ব্যক্তি মারাগেছে তার জানাযার জন্য ধাবিত হও বলে মসজিদে অথবা মসজিদের দরজায় চিৎকার করাকে অপছন্দ করা হয়েছে। কিন্তু নীচু কণ্ঠস্বরে অর্থাৎঃ চিৎকার না করে সংবাদ দেওয়াকে অপছন্দ করা হয়নি। (১৬/৬)

(চ) হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (জন্ম ৭৭৩ হিজরী মৃত্যু ৮৫২ হিজরী) বলেন,

النَّعْي لَيْسَ مَمْنُوعًا كُلّه، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَمَّا كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَصْنَعُونَهُ فَكَانُوا يُرْسِلُونَ مَنْ يُعْلِن بِخَبَرِ مَوْت الْمَيِّت عَلَى أَبْوَاب الدُّور وَالأَسْوَاق . والذي عليه الجمهور أن مطلق الإعلام بالموت جائز .

মৃত্যুসংবাদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ নয়। বরং নিষেধ করা হয়েছে সেই মৃত্যুসংবাদ থেকে যা ইসলাম পূর্বযুগের লোকেরা দিত। তারা বাড়ির দরজায় দরজায় এবং বাযারে ঘুরে ঘুরে মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার জন্য লোক পাঠাতো। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ যে মত পোষণ করেছেন তা হল, সাধারণ মৃত্যুসংবাদ (জাহিলী মৃতুসংবাদের গুণাবলী থেকে মুক্ত সংবাদ) দেওয়া জায়েয। (ফাতহুল বারী শারহু স্বহীহিল বুখারী ৩/১১৬)

(ছ) বুলূগুল মারামের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শায়খ আতিয়্যাহ ইবনু মুহাম্মাদ সালেম (মৃত্যু ১৪২০ হিজরী) বলেছেন,

النعي إخبارٌ بموت الميت، هذا الإخبار إن كان لمجرد الإعلام بموته عند ذويه وأقاربه وأصدقائه، ومحبيه ليشاركوا في مصالحه: من تجهيز ودفن وصلاةٍ عليه، ودعاء له، فهذه سنة، وما عدا ذلك فهو داخل في النهي

না'য়ী বলা হয়, মায়্যেতের মৃত্যুসংবাদ দেওয়া। যদি এ মৃতুসংবাদ জাহেলী মৃত্যু সংবাদের সমস্ত বৈশিষ্ট থেকে মুক্ত হয় এবং মায়্যেতের পরিবার- পরিজন, আত্মীয় স্বজন এবং সাথী- বান্ধদেরকে শুধু তার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয়, যাতে তারা তার কাফন- দাফন, জানাযাহ ও দু'আয় অংশ গ্রহণ করতে পারে, তাহলে এটা দেয়া সুন্নাত। অন্যথায় তা নিষিদ্ধ মৃত্যু সংবাদের অন্তর্ভুক্ত। (সুবুলুস- সালাম শারহু মুলূগিল মারাম ৪/১১৮)

(জ) সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ ফাক্বীহ আল্লামাহ মুহাম্মাদ স্বালেহ উসাইমীন (মৃত্যু ১৪২১ হিজরী)- কে প্রশ্ন করা হয় যে, কোন মৃতুব্যাক্তি আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনদেরকে তার জানাযায় উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে তার মৃত্যুসংবাদ দেয়া নিষিদ্ধ না বৈধ ? প্রশ্ন নম্বর ৩৪২ - তিনি উত্তরে বলেছেন,

هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال في المرأة التي كانت تقم المسجد، فدفنها الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: "هلا كنتم آذنتموني.." فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلون عليه لا بأس به، لأن ذلك مما وردت في مثله السنة، وكذلك إخبار أهله وذويه ممن يهمهم أن يجتمعوا للصلاة عليه ليس فيه حرج

এটা বৈধ মৃত্যুসংবাদ। আর একারণেই নাজাশীর মৃত্যুর দিনে নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর সংবাদ দিয়েছিলেন, এবং মাসজিদ পরিষ্কারকারী মহিলাটির ব্যপারে বলেছিলেন, আমাকে কেন অবহিত করনি ? কাজেই জানাযায় মুস্বল্লী বেশী করার জন্য উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে জানাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ সুন্নাতে ঠিক এ ভাবেই বর্ণিত হয়েছে । তদ্রূপ তার আত্মীয়স্বজন ও পরিবার- পরিজনকে জানাযায় উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে সংবাদ দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। (ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ১/৪০৫)

(ঝ) আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল হাদী সীন্ধী (মৃত্যু ১১৩৮ হিজরী) বলেন,

كَانَ اَهْل الْجَاهِلِيَّة يُشْهِرُونَ الْمَوْت بِهَيْئَةٍ كَرِيهَة، فَالنَّهْي مَحْمُول عَلَيْهِ، وَخَافَ حُذَيْفَة أَنْ يَكُون الْمُرَاد إِطْلاق النَّهْي، فَمَا سمِحَ بِهِ، فَهُوَ مِنْ بَاب الْوَرَع، وَإِلا فَخَبَر الْمَوْت سِيَّمَا إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ كَتَكْثِيرِ الْجَمَاعَة جَائِز

জাহিলী যুগের লোকেরা অপছন্দনীয় পদ্ধতিতে মৃত্যুসংবাদ প্রচার করত । সেই মৃত্যু সংবাদ নিষিদ্ধ। কিন্তু হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহু আনহু) তা থেকে সাধারণভাবে নিষেধ হওয়ার আশঙ্কা করেছেন। ফলে তিনি তার অনুমতি দেননি। এটা ছিল তাঁর তাক্বওয়া ও আল্লাহভিরুতা । নতুবা মৃত্যুসংবাদে বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে থাকলে, যেমন অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি হলে তা জায়েয।(হাশিয়াতুস- সিন্ধী আলা- সুনানি ইবনে মাজাহ ১/৪৫০)

(ঞ) সৌদি রবের স্থায়ী ফাতাওয়া পরিষদের মুফতীগন বলেছেন,

يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه، ويدعوا له ويتبعوا جنازته، ويساعدوا على دفنه .....

মায়্যেতের জানাযার স্বলাত আদায় করার জন্য তার আত্মীয়- স্বজন, সাথী- বন্ধু এবং পড়শীদেরকে ডাকা জায়েয। তারা তার জন্য দু'আ করবে, তার জানাযার সাথে যাবে এবং তার দাফনে সহযোগি তা করবে.....(ফাতাওয়া লাজনাহ দায়িমাহ ৮/৪০২)

(ট) আল্লামাহ আলবানী (জন্ম ১৩৩২ হিজরী এবং মৃত্যু ১৪২০ হিজরী) বলেছেন,

يجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك

মৃত্যুর প্রচার করা জায়েয যদি তাতে জাহেলী মৃত্যুসংবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন গুণ যুক্ত না হয়। আবার যখন মায়্যেতের হক্ব গোসল, কাফন পরানো এবং জানাযার স্বলাত আদায় করা ইত্যাদির জন্য লোক না থাকে তখন তা অজেব হয়ে যায়। (আহকামুল জানায়েয ১/৩২, বিষয় নাম্বার ২৩)

সুধী পাঠক! উল্লিখিত উক্তিগুলি থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, মায়্যেতের পড়শী তার পরিবার- পরিজন, আত্মীয়স্বজন এবং তার সাথী- বন্ধুদেরকে তার গোসল, কাফন - দাফন, জানাযাহ এবং দু'আয় শামেল করার উদ্দেশ্যে জাহেলী মৃত্যুসংবাদের সমস্ত গুণাবলী থেকে মুক্ত পদ্ধতিতে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করাকেই বলা হয় 'সুন্নাতী মৃত্যুসংবাদ'। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আরো স্পষ্ট হবে ইনশা- আল্লাহ।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় প্রকারঃ নিষিদ্ধ ও বিদ'আতী মৃত্যুসংবাদ- যে মৃত্যুসংবাদে জাহেলী মৃত্যু সংবাদের অন্তত কোন একটা গুণ পাওয়া যাবে।

জাহেলী ও বিদ'আতী মৃত্যুসংবাদ এর গুণাবলী-

যদি কোন মৃত্যুসংবাদে নিম্নোক্ত গুণাবলির মধ্যে কোন একটি বৈশিষ্ট পাওয়া যায় তবে তা নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ বলে বিবেচিত হবে।

(ক) বিশ্বাসযোগ্য তাবেয়ী আবূ আউন আব্দুল্লাহ ইবনু আউন আল- বাস্বারী (জন্ম ৬৬ হিজরী এবং মৃত্যু ১৫১ হিজরী) বলেন,

كَانُوا إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ رَكِبَ رَجُلٌ دَابَّةً ثُمَّ صَاحَ فِي النَّاسِ أَنْعِي فُلَانًا

জাহেলী যুগে যখন কোন ব্যক্তি মারা যেত তাদের একজন বাহনে আরোহণ করে জনসমক্ষে চিৎকার করে বলতো আমি অমুক ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছি। (আসারটি ফাতহুল বারীতে ৩/১১৭ পৃষ্ঠা এবং আস- সুনানু অল মুবতাদিয়াত ফিল ইবাদাত এর উর্দূ অনুবাদ ১৭৯ পৃষ্ঠায় সুনানু সায়ীদ ইবনে মানসূরের হাওয়ালায় স্বহীহ সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বইয়ের লেখক প্রসিদ্ধ গবেষক শায়খ আমর ইবনু আব্দিল মুনইম সালীম হাদীসটির সূত্রকে স্বহীহ বলেছেন। এবং বইয়ের অনুবাদক মুহাদ্দিস হাফেয যুবাইর আলী যায়ী তাঁর সমর্থন করেছেন।)

(খ) আল্লামাহ ইবনুল জাউযী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী) বলেছেন,

النَّعْيَ الْمَكْرُوهَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ النِّدَاءِ بِالصَّوْتِ الرَّفِيعِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمْشِي فِي الْأَحْيَاءِ وَيُنَادِي بِرَفِيعِ صَوْتِهِ أَنْعِي فُلَانًا. فَأَمَّا إِعْلَامُ أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَخَاصَّتِهِ بِمَوْتِهِ، فَلَا يُكْرَهُ

নিষিদ্ধ 'না'য়ী' তো সেই মৃত্যুসংবাদ, যা জাহেলী যুগের লোকেরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণার মাধ্যমে সম্পাদন করত । একজন পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করত যে, আমি অমুক ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছি । পক্ষান্তরে মায়্যেতের আত্মীয়স্বজন ও নিজস্ব লোকদেরকে তার মৃত্যুসংবাদ জানানো নিষিদ্ধ নয়। (এ'লামুল আলেম বাদা রুসূখিহী বিনাসিখিল হাদীসে অমানসূখিহী ১/২৮৫ হাঃ ২৩০)

(গ) "আল- মাউসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ আল- কূয়েতিয়্যার" গ্রন্থের মুফতীগণ বলেন,

فَالنَّعْيُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ اتِّفَاقًا، وَهُوَ أَنْ يَرْكَبَ رَجُلٌ دَابَّةً يَصِيحُ فِي النَّاسِ أَنْعِي فُلاَنًا

সুতরাং সকলের ঐক্যমতে নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ বলা হয় , একজন বাহনে সওয়ার হয়ে মানুষের মাঝে উচ্চকণ্ঠে বলবে, আমি অমুক ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছি। (১৬/৬)

(ঘ) আব্দুল মালেক ইবনু কুরাইব ইবনে আলী আল- আস্বমায়ী,

যিনি ইবনু মায়ীন এবং আবূ হাতিম আর্রাযির শিক্ষক এবং শু'বাহ- র ছাত্র এবং উনি দাবী করতেন যে ইমাম মালেক ইবনু আনাস- ও তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি আরবের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে আরব জাতির তত্ত্ব সংগ্রহ করেন । তিনি ৮৮ বছর বয়সে ২১৬ হিজরীতে মারা যান । (আল- আনসাব লিস- আময়ানী ১/২৮৮, আস- সিক্বাত লি- ইবনে হিব্বান ৮/৩৮৯, আল- ইলাম লিয- যারকালী ৪/১৬২)

সুতরাং তিনি ছিলেন আরবদের অবস্থা ও সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত। উপরন্তু তিনি ছিলেন একজন হাদীসের বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনাকারী। তিনি বলেন,

أَن الْعَرَب كَانَت إِذا مَاتَ مِنْهَا ميت لَهُ شرف ركب فَارس فرسا وَجعل يسير فِي النَّاس ويَقُول نعاء فلَانا أَي انعه وَأظْهر خبر وَفَاته

আরবের লোকেরা তাদের কোন সম্মানিত লোক মৃত্যুবরণ করলে, একজন ঘোড়ায় চড়ে মানুষের মাঝে ঘুরে ঘুরে বলতো আমি অমুক ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছি এবং তার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করতো । (আস্ব- স্বিহ্যাহ লি- ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ আল- জাউহারী ৮/৪৫০)

(ঙ) আবূ যাকারিয়্যাহ মুহিউদ্দীন ইয়াহিয়া নবাবী (মৃত্যু ৬৭৬ হিজরী) বলেছেন,

قالوا. والنعي المنهي عنهُ إنما هو نعي الجاهلية، وكانت عاداتهم إذا مات منهم شريفٌ بعثوا راكباً إلى القبائل يقولُ: نعايا فلانٍ، أو يا نعايا العرب! أي: هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاءٌ.

উলামাগণ বলেছেনঃ নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ হ'ল, জাহেলী মৃত্যুসংবাদ। তাদের অভ্যাস ছিল যে, যখন তাদের কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করত তখন তারা একজন আরোহীকে গোত্রে গোত্রে পাঠাত। সে তাদেরকে বলতোঃ আমি অমুক ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছি অথবা বলতো, হায় আরোবাসীর মৃত্যু অমুক লোক ধংস হয়েগেল। বা অমুক ব্যক্তির মৃত্যুতে আরোববাসীর ধংস। আর সেই সংবাদের সাথে হতো শোরগোল এবং ক্রন্দন । (আল- আযকার ১/২৭৭ সুবুলুস- সালাম ১/৪৮২)

(চ) আল- মাউসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ আল- কুয়েতিয়্যার মুফতীগণ বলেন,

إِذَا كَانَ لِمُجَرَّدِ الإِْخْبَارِ جَائِزٌ، أَمَّا إِنْ كَانَ كَفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّوَافِ فِي الْمَجَالِسِ قَائِلاً: أَنْعِي فُلاَنًا وَيُعَدِّدُ مَفَاخِرَهُ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ بِالاِتِّفَاقِ، لأَِنَّهُ مِنْ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ.

যদি শুধু মৃত্যুর খবর দেওয়া হয় তো জায়েয। কিন্তু যদি জাহিলী কর্মের ন্যায় এলাকাই ঘুরে ঘুরে বলা হয় যে, আমি অমুক ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ দিচ্ছি এবং তার সাথে মায়্যেতের গৌরবজনক কাজগুলি বর্ণনা করা হয় তবে তা হবে সর্বসম্মতিক্রমেই নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ। কারণ তা জাহিলী মৃত্যুসংবাদ। (৫/২৬২)

সংক্ষেপে জাহেলী মৃত্যুসংবাদের গুণাবলী

(১) উচ্চকণ্ঠে বা চিৎকার করে মৃত্যুসবাদ দেওয়া।

(২) বাহনে সাওয়ার হয়ে অথবা কোন উঁচু জায়গা থেকে ঘোষণা করা।

(৩) মায়্যেতের গৌরবজনক কাজ বর্ণনা ক'রে, তার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি ক'রে মৃত্যুসবাদ দেওয়া।

(৪) আর্তনাদ এবং শোরগোলের সাথে মৃত্যুসবাদ দেওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, কোন মৃত্যুসংবাদে এই চারটি গুণাবলীর মধ্যে কোন একটা গুণ থাকলেই তা জাহেলী মৃত্যুসংবাদ বলে বিবেচিত হবে। আর যে মৃত্যুসংবাদে যত বেশী জাহেলীগুণ থাকবে তা ততো নির্ভেজাল জাহেলী মৃত্যুসংবাদ হিসাবে গণ্য হবে। যেমন, নাবী (স্বাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) মুনাফেক্বদের গুণাবলী সম্পর্কে বলেছেন,

أَرْبَعُ خِلاَلٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا

যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি অভ্যাস রয়েছে সে নির্ভেজাল মুনাফিক্ব। যে কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে, চুক্তি করলে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে। আর যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি অভ্যাস থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিক্বীর একটি স্বভাব থাকে। (স্বহীহ বুখারী হাঃ ৩১৭৮, স্বহীহ মুসলিম হাঃ ৫৮)

পঞ্চম অধ্যায়

উক্ত জাহেলী মৃত্যুসংবাদ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর নিষেধাজ্ঞাঃ

(১) হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান আল- আবসী (রাযি আল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّعْيِ .

রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করতে নিষেধ করেছেন। (মুসনাদ আহমাদ হাঃ ২৩২৭০, মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শয়বাহ হাঃ ১১২০৫ সূত্র হাসান স্বহীহ। যায়নুদ্দীন আল- মানাভী স্বহীহ বলেছেন। ফাইযুল ক্বাদীর ৩/১২৬)

(২) একটি বর্ণনায় আছে হুযাইফাহ ইবনুল ইমান (রাযি আল্লাহু আনহুমা) বলেন,

إِذَا مِتُّ فَلاَ تُؤْذِنُوا بِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ.

যখন আমার মৃত্যু হবে আমার মৃত্যুসংবাদ কাউকে জানাবে না কারণ আমি আশঙ্কা বোধ করছি যেন এ সংবাদ ইসলামপূর্ব যুগের মৃত্যুসংবাদে পরিণত না হয়। (জামেউত তিরমিযী হাঃ ৯৮৬, ইবনু মাজাহ ১৪৭৬, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ২৩৪৫৫, বাইহাকীর সুনানুল কুবরা হাঃ ৭১৭৯, শারহুস- সুন্নাহ লিল- বাগাভী ৫/৩৪১, আল- আহকামুল কুবরা লিল- আশবেলী ২/৪৮৭ সূত্র স্বহীহ।)

(৩) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, বিলাল ইবনু ইয়াহিয়া আল- আবসী বলেন,

كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ، قَالَ: لَا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ .

যখন হুযাইফা (রাযি আল্লাহু আনহুমা)- র এখানে কেউ মারাযেত তখন তিনি বলতেন, তাঁর সংবাদ কাউকে দিবে না । কারণ আমার আশঙ্কা হচ্ছে এটা নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদে পরিনত না হয়। নিশ্চয় আমি রসূলুল্লাহ (স্বাল্লল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) - কে আমার এ দু'কানে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা থেকে নিষেধ করতে শুনেছি । (ইবনু মাজাহ হাঃ ১৪৭৬ সূত্র স্বহীহ, স্বহীহুত- তারগীব অত- রহীব হাঃ ৩/২১১।)

সূত্রের তাহক্বীক্ব

সূত্রগুলির সমস্ত বর্ণনাকারী আস্থাভাজন । কোন বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততায় কারো কোন অভিযোগ নেই। তবে জারহু তাদীলের দু'জন ইমাম ইয়াহিয়া ইবনু মায়ীন এবং আবূ হাতেম আর- রাযী হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহ আনহুমা) থেকে বিলাল ইবনু ইয়াহিয়া আল- আবসীর শ্রবণ প্রমাণিত না হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন । (আল- জারহু অত্তাদীল ২/৩৯৬ জীবনী নং ১৫৪৮, তাহযীবুত তাহযীব ১/৫০৫)

প্রকাশ থাকে যে, ইবনু মায়ীনের উক্তিটি হাফেয ইবনু হাজার, আব্বাস ইবনু মুহাম্মাদ আদ-দূরীর হাওয়ালায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মজার কথা হ'ল উক্ত দূরী কর্তৃক বর্ণিত তারীখে এ উক্তি অবিদ্যমান । তার মানে অবশিষ্ট থাকল শুধু আবূ হাতেম আর- রাযীর উক্তি। এ উক্তির উপর ভিত্তি করে হাফেয যুবাইর আলী যায়ী এবং শুয়াইব আরনাউত্ব হাদীসের সূত্র বিচ্ছিন্ন এবং যয়ীফ বলেছেন । কিন্তু তাদের একথা মোটেই সঠিক না।

(১) কারণ সমস্ত মুহাদ্দিসীন এই বিলাল ইবনু ইয়াহিয়ার প্রশংসা করেছেন । কেউ তাঁর কোন সমালোচনা করেননি।

(ক) স্বয়ং ইয়াহিয়া ইবনু মায়ীন (রাহেমাহুল্লাহ) বলেছেন, "তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন অসুবিধা নেই"। (আল- জারহু অত্তাদীল ২/৩৯৬ জীবনী নং ১৫৪৮)

(খ) ইবনু হিব্বান (রাহেমাহুল্লাহ) তাকে নিজের "আস- সিকাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (৪/৬৫, জীবনী ১৮৪৩)

(গ) ইবনু খাল্লাফূন (রাহেমাহুল্লাহ)ও নিজের "আস- সিকাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৩/৪১ জীবনী নং ৮২২)

(ঘ) আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, তিনি "আস্থাভাজন" (আল-মুজামুস্ব স্বাগীর লি- রিওয়াইয়াতিল ইমাম ইবনিল জারীর আত্ব- ত্বাবারী ১/৭৮ জীবনী নং ৪৮২)

(ঙ) শামসুদ্দীন আয- যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরী) বলেছেন, তিনি ছিলেন "পরম বিশ্বস্ত"। (কাশিফ ১/২৭৭ জীবনী নং ৬৬২)

(চ) আকরাম ইবনু মুহাম্মাদ যিয়াদ ফালূজী বলেছেন, "পরম বিশ্বস্ত"। (আল- মু'জামুস্ব-স্বাগীর লি- রিওয়াইয়াতিল ইমাম ইবনে জারীর আত্ব- ত্বাবারী ১/৭৮)

(ছ) হাফেয ইবনু হাজার (মৃত্যু ৮৫২ হিজরী) বলেছেন, কূফী "পরম বিশ্বস্ত" (তাক্বরীবুত-তাহযীব ১/১২৯ জীবনী নং ৭৮৬)

কেবল উক্ত একজন মুহাদ্দিস ব্যতীত সমস্ত মুহাদ্দিসগণের নিকট হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহু আনহুমা) থেকে তাঁর শ্রবণ প্রমাণিতঃ

(১) আবূ মুহাম্মাদ ইবনু আবী হাতিম বলেন, তিনি নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে মুরসাল বর্ণনা করেছেন এবং উমার (রাযি আল্লাহু আনহু) থেকে (হাদীস) বর্ণনা করেছেন। (আল- জারহু অত- তাদীল ২/২৯৬)

যদি উমার (রাযি আল্লাহু আনহু) থেকে তাঁর হাদীস বর্ণনা করা সঠিক হয় তবে হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহু আনহুমা) যিনি উমারের অনেক পরে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর থেকে তাঁর হাদীস বর্ণনা করা সঠিক হবে না কেন ?

(২) ইমাম বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরী) বলেন, তিনি স্বিলাহ ইবনু যুফার আল- আবসী এবং শুতাইর ইবনু শাকল এর সঙ্গে থাকতেন। (আত- তারীখুল কাবীর ২/১০৮)

প্রকাশ থাকে যে, শুতাইর প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তাঁর আব্বা ছিলেন স্বাহাবী। তিনি নিজের আব্বা, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আলী ইবনু আবী ত্বালেব এবং হুযায়ফাহ (রাযি আল্লাহু আনহুম) এর ছাত্র ছিলেন। তদ্রূপ স্বিলাহ ইবনু যুফারও ছিলেন তাঁদের ছাত্র এবং প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বেলালও ছিলেন, হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহু আনহুমা)- র ছাত্র। কারণ তিনি তাদেরই সাথে থাকতেন।

(৩) আবূ নুয়াইম (মৃত্যু ৪৩০ হিজরী) বলেন, বেলাল হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহু আনহুমা)- র ছাত্র । তিনি স্বাহাবী ছিলেন না। (মা'রিফাতুস্ব- স্বাহাবাহ ১/৩৭৯)

(৪) হাফিয ইবনু হাজার (রাহেমাহুল্লাহ) আবূ নুয়াইমের উক্ত উক্তি বর্ণনা করার পর লিখেছেনঃ আমি বলছি, তিনি যা ধারণা করেছেন বিষয়টা ঠিক তেমনি। (আল- ইস্বাবাহ ফী তামযীযিস্ব- স্বাহাবাহ ১/৪৮৪)

(৫) এর প্রমাণ তাঁর একটি বর্ণনা থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। বিলাল ইবনু ইয়াহিয়া আল- আবসী বর্ণনা করছেন,

لَمَّا حَضَرَ حُذَيْفَةَ الْمَوْتُ، وَكَانَ قَدْ عَاشَ بَعْدَ عُثْمَانَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، قَالَ لَنَا: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالطَّاعَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহ আনহু) উসমান (রাযি আল্লাহ আনহু)- র শাহাদাতের পর ৪০ দিন জীবিত ছিলেন । যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করার এবং আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাযি আল্লাহ আনহু)- কে মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি । (মুস্তাদরাক্ব হাকেম হাঃ ৫৬২৬ সূত্র স্বহীহ)

এখানে দেখুন তিনি বলছেন। "তিনি আমাদেরকে বললেন" তার মানে তাঁর মৃত্যুর সময় অন্যদের সাথে ওখানে বিলালও উপস্থিত ছিলেন। শ্রবণ প্রমাণিত হল না ?

সম্ভবতঃ হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহ আনহু) এই সময়েই বলেছেন, যখন আমার মৃত্যু হবে আমার মৃত্যুসংবাদ কাউকে জানাবে না কারণ আমি আশঙ্কা বোধ করছি যেন এ সংবাদ ইসলামপূর্ব যুগের মৃত্যুসংবাদে পরিণত না হয়। (জামেউত তিরমিযী হাঃ ৯৮৬, ইবনু মাজাহ ১৪৭৬, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ২৩৪৫৫, বাইহাকীর সুনানুল কুবরা হাঃ ৭১৭৯, শারহুস- সুন্নাহ লিল- বাগাভী ৫/৩৪১, আল- আহকামুল কুবরা লিল- আশবেলী ২/৪৮৭ সূত্র স্বহীহ।)

(৬) হাফেয স্বলাহুদ্দীন আলায়ী (মৃত্যু ৭৬১ হিজরী) বলেছেন, আবূ মুহাম্মাদ আল- মুনযেরী (মৃত্যু ৫৮১ হিজরী) বলেছেন, তিনি হুযায়ফাহ (রাযি আল্লাহু আনহুমা) হ'তে হাদীস বর্ণনা করায় প্রসিদ্ধ। (জামেউত তাহসীল ১/১৫১ জীবনী নং ৬৯)

(৭) আর মজার কথা হল, হুযায়ফাহ (রাযি আল্লাহু আনহুমা), উক্ত বিলাল এবং তাঁর থেকে বর্ণনাকারী হাবীব ইবনু সুলাইম সবাই ছিলেন একই গোত্রের। কাজেই হুযায়ফা (রাযি আল্লাহু আনহুমা) থেকে বিলালের শ্রবণ অবশ্যই প্রমাণিত।

উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের আশঙ্কা সঠিক নয় । আর একারণেই

(১) ইমাম তিরমিযী (রাহেমাহুল্লাহ) তাঁর উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন, হাদীসটি 'হাসান স্বহীহ'। (জামেউত তিরমিযী হাঃ ৯৮৬)

(২) আবুল হাসান ইবনুল ক্বাত্ত্বান বলেছেন, আল্লাহ ভাল জানেন ইমাম তিরমিযির বিশ্বাস ছিল যে, বিলাল হাদীসটি হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহু আনহুমা) থেকে শুনেছেন। (বায়ানুল অহমি অল- ঈহাম ফী কিতাবিল আহকাম ৫/২৩৬)

(৩) হুসেন ইবনু উকাশাহ হাদীসটিকে 'স্বহীহ' বলেছেন। (তাহক্বীক্ব আল- আহকামুল কুবরা লি- আব্দিল হাক্ব আল- আশবেলী ২/৪৮৭)

(৪) হাফেয ইবনু হাজার (রাহেমাহুল্লাহ) 'হাসান' বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৩/১১৭)

(৫) আল্লামাহ ওবাইদুল্লাহ রহমানী 'হাসান' বলেছেন। (মিরয়াতুল মাফাতীহ ৫/৩৭১) (৬) আল্লামাহ আলবানী 'হাসান' বলেছেন। (স্বহীহ তিরমিযী হাঃ ৯৮৬)

(ছ) হাকেম নীসাপুরী তাঁর "মুস্তাদরাক" গ্রন্থে "বিলাল ইবনু ইয়াহিয়া আন হুযাইফাহ" হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন, এর সূত্র স্বহীহ আর যাহাবী তাঁর সমর্থন করেছেন। (৩/৩৩ হাঃ ৪৩২৫, ৪/৫৬৫ হাঃ ৮৫৮৫)

(৭) নিম্নোক্ত উলামাগণ সকলেই এর সূত্রকে হাসান বলেছেন।

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু স্বালেহ আল- আবীলান (সিলসিলাতুল আসার আস্ব- স্বহীহাহ ২/৪২ হাঃ ৪৫৫)

(ক) সামীর ইবনু আমীন আযযুহাইরী (তাহক্বীক্ব বুলূগিল মারাম ১/১৪৫ হাঃ ৫৫৭)

(গ) যায়নুদ্দীন আল- মানাবী (ফায়যুল কাদীর ৩/২২৬ হাঃ ২৯১০ এবং আত- তাইসীর বিশারহিল জামিয়িস্ব- স্বাগীরে২/৪৬৯)

(ঘ) হামদ ইবনু আব্দিল্লাহ (শারহু যাদিল মুস্তানক্বি ৮/২৪০)

(ঙ) মুহাম্মাদ স্বাবীহ হাসান হাল্লাক্ব (আল- আদিল্লাতুর রাযিয়্যাহ ১/৮১ টীকা ১)

(চ) মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আত- তাবেজরী (মাউসূয়াতুল ফিক্বহিল ইসলামী ২/৭৩৩)

(ছ) ফাতাওয়া দারুল ইফতা আল- মিসরিয়্যার মুফতীগণ (৮/২৯৮)

(জ) আব্দুল ক্বাদের আরনাউত্ব (তাহক্বীক্ব জামেউল উসূল ১১/১১০ হাঃ ৮৫৮৭)

(৮) ইমাম বুখারী (আত- তারীখুল কাবীরে হাঃ ৩৩২) এবং ইমাম বাযযার তাঁর (মুসনাদে হাঃ ২৯৪৫) হুযাইফাহ থেকে তাঁর বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং আল্লামাহ আলবানী তাকে স্বহীহ বলেছেন। (সিলসিলাতুস্ব- স্বহীহাহ ৩২১৬)

(৯) উক্ত হাদীস থেকেই ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইবনুল ক্বায়্যেম আল- জাউযিয়্যাহ, ইবনুল আরাবী, আমীর সানায়ানী, আল্লামাহ উবাইদুল্লাহ রহমানী, ইমাম শাউকনী, আল্লামাহ উসাইমীন, শায়খ অহাবাহ যুহাইলী, শায়খ স্বালেহ ফাউযান সহ হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বালী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাগণ জাহেলী মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করাকে নাজায়েয বলেছেন।

তার মানে এঁদের সকলের নিকট হুযায়ফাহ (রাযি আল্লাহু আনহুমা) থেকে বিলালের শ্রবণ প্রমাণিত।

মাননীয় পাঠক ! প্রথম প্রকার হাদীসে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মৃত্যুসংবাদ দিয়েছেন এবং দিতে বলেছেন। আবার দ্বিতীয় প্রকার হাদীসে তিনি মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করতে নিষেধ করেছেন। তার মানে উভয় সংবাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এখন আমরা সেই পার্থক্য নির্নয় করব। ইনশা- আল্লাহ ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাহেলী মৃত্যুসংবাদ সম্পর্কে স্বাহাবাহ (রাযি আল্লাহ আনহুম) এবং তাবেয়ী গণের কতিপয় বিশুদ্ধ আসারঃ

(১) বিশ্বাসযোগ্য তাবেয়ী আবূ আউন আব্দুল্লাহ ইবনু আউন বাস্বারী (জন্ম ৬৬ হিজরী এবং মৃত্যু ১৫১ হিজরী) বলেন,

عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَكَانُوا يَكْرَهُونَ النَّعْيَ؟ قَالَ نَعَمْ.

আমি ইব্রাহীম নাখায়ীকে প্রশ্ন করলাম যে, তাঁরা (স্বাহাবা রাযি আল্লাহ আনহুম) কি মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা অপছন্দ/ঘৃণা করতেন ? তিনি উত্তরে বললেনঃ জী হ্যাঁ, (আসারটি ফাতহুল বারীতে ৩/১১৭ পৃষ্ঠা, আস- সুনানু অল মুবতাদিয়াত ফিল ইবাদাত এর উর্দূ অনুবাদ ১/৭৯ পৃষ্ঠায় সুনানু সায়ীদ ইবনে মানসূরের হাওয়ালায় স্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় বইয়ের লেখক প্রসিদ্ধ গবেষক শায়খ আমর ইবনু আব্দিল মুনইম সালীম স্বহীহ বলেছেন। এবং অনুবাদক মুহাদ্দিস হাফেয যুবাইর আলী যায়ী তাঁর সমর্থন করেছেন।)

(২) আস্থাভাজন তাবেয়ী আব্দুর রহমান ইবনু আবী আব্দিল্লাহ অথবা আব্দুর রহমান ইবনু কাইসান আবূ হামযাহ বলেন, আমার পিতা- **কাইসান আনস্বারী- (রাযি আল্লাহু আনহু) বলেছেন,**

لَا تُؤْذِنُوا بِجِنَازَتِي أَهْلَ مَسْجِدِي

আমার মৃত্যু সংবাদ আমার মসজিদের মুস্বল্লীদেরকেউ দিওনা । (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ)

(৩) সত্যবাদী তাবেয়ী আস্বেম ইবনু সুলাইমান আল- আহুয়াল, তিনি আবূ অয়েল শাক্বীক্ব ইবনু সালমাহ আল- আসাদী মুখাযরাম তাবেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, **তাবেয়ী আবূ মাইসারাহ আমর ইবনু শুরাহবীল মৃত্যুর পূর্বে অস্বীয়ত করেন যে,**

لا تُؤْذِنُوا بِجِنَازَتِي أَحَدًا كَدُعَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَلا تُطِيلُوا جَدَثِي.

জাহেলী যুগের আহবানের ন্যায় আমার জানাযায় কাউকে আহবান করবে না। এবং আমাকে সমাধিস্থ করতে দেরি করবে না। (আত্ব- ত্বাবাক্বাতুল কুবরা লি- ইবনে সা'দ ৬/১৬৪ অন্যান্য সূত্রের সমর্থনের কারণে সূত্র স্বহীহ)

(৪) আবূ ইসহাক্ব আস- সাবীয়ী বলেন, আবূ মাইসারাহ আমর ইবনু শুরাহবীল তাঁর ভাই আরক্বামকে অস্বিয়ত করেছিলেন যে,

وَلا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا فَإِنَّهَا الْجَاهِلِيَّةُ. أَوْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

আমার মৃত্যু সংবাদ কাউকে দিবে না কারণ তা হল জাহেলিয়্যাত অথবা জাহেলিয়াত এর আহব্বান। (আত্ব- ত্বাবাক্বাতুল কুবরা লি- ইবনে সা'দ ৬/১৬৫ সূত্র স্বহীহ ,মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ)

(৫) আস্থাভাজন তাবেয়ী আবূ ইসহাক্ব আসসাবীয়ী বলেন, আবূ মায়সারার ন্যায় আলকামাহ এবং আসওয়াদও অসীয়ত করেছেন। (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ)

(৬) এক বর্ণনায় আছে আবূ ইসহাক্ব বলেন, আলক্বামাহ (রাহেমাহুল্লাহ), আসওয়াদ এবং আমর ইবনু মাইমূনকে অস্বীয়ত করেছিলেন যে,

وَلا تُؤْذِنَا بِي أَحَدًا فإنها نعي الجاهلية. أو دعوى الجاهلية

আমার মৃত্যু সংবাদ কাউকে দিবে না কারণ তা হল জাহেলিয়্যাত অথবা জাহেলিয়াত এর আহব্বান। (আত্ব- ত্বাবাক্বাতুল কুবরা লি- ইবনে সা'দ ৬/১৫১ সূত্র স্বহীহ)

(৭) এক বর্ণনায় আছে তাবেয়ী ইব্রাহীম নাখায়ী বলেন, আলক্বামাহ বলেন,

وَلا تَنْعَوْنِي فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ كَنَعْيِ الجاهلية.

আমার মৃত্যু সংবাদ কাউকেও দিবে না, কারণ আমি আশঙ্কাবোধ করছি যে, তা জাহেলিয়াতের মৃত্যুসংবাদের মত না হয়ে যায়। (আত্ব- ত্বাবাক্বাতুল কুবরা লি- ইবনে সা'দ ৬/১৫১ সূত্র হাসান লি- যাতিহী এবং অন্য সূত্রের সমর্থন পেয়ে সূত্র স্বহীহ।)

(৮) যাবারকান ইবনু আব্দিল্লাহ আল- আসাদী (মৃত্যু ১৪১- ১৫০ হিজরী) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ অয়েল শাক্বীক্ব ইবনু সালমাহ (তিনি জাহেলী যুগের ১০ বছর পেয়েছেন এবং ৮২ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।) কে তাঁর মৃত্যুর সময় বলতে শুনেছি তিনি বলেন,

إذا أنَا مِتُّ فَلا تُؤْذِنُوْا بِيْ أحَدًا.

যখন আমার মৃত্যু হবে কাউকে আমার মৃত্যু সংবাদ দিবেনা । (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ, আত - তারীখুল কাবীর লি- আবী বাকার আহমাদ ইবনে আবী খাইসুমাহ হাঃ ৪৪৬৮ সূত্র স্বহীহ)

(৯) হুসাইন (রাযি আল্লাহু আনহু)- র ছেলে প্রসিদ্ধ আস্থাভাজন তাবেয়ী আলী ইবনু হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী ত্বালেব (মৃত্যু ৯২ হিজরী) এর ছেলে আবূ জাফার মুহাম্মাদ ইবনু আলী বলেন,

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَوْصَى أَنْ لَا تُعْلِمُوا بِي أَحَدًا

নিশ্চয় আলী ইবনু হুসাইন অস্বিয়ত করেছেন যে, আমার মৃত্যু সংবাদ কাউকে জানাবে না । (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ হাঃ ১১২১২ সূত্র স্বহীহ)

(১০) আবূ হায়্যান ইয়াহিয়া ইবনু হায়্যান তাঁর পিতা সিক্বা তাবেয়ী সাঈদ ইবনু হায়্যান হতে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, **আবূ ইয়াযীদ রাবী' ইবনু খায়সুম অসীয়ত করেছেন,**

أَنْ لَا تُشْعِرُوا بِي أَحَدًا، وَسُلُّونِي إِلَى رَبِّي سَلًّا

আমার মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে কাউকে জানাবে না এবং আমাকে আমার রবের কাছে সোপে দিবে। (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ)

(১১) আম্মার আবুল হায়সুম আল- মুরাদী আল- কূফী স্বাহেবুল কাস্বাব কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, **ইব্রাহীম আন- নাখায়ী অসীয়ত করেন,**

إِذَا كُنْتُمْ أَرْبَعَةً فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا

যখন তোমরা চারজন হবে আর কাউকে মৃত্যু সংবাদ দেবে না । (ত্বাবাক্বাতু ইবনে সা'দ ৬/২৮৪, মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হাঃ ১১৩২০ সূত্র স্বহীহ)

(১২) তাবেয়ী মুত্বর্রিফ ইবনু আব্দিল্লাহ বলেন যে, তার ভাই আস্থাভাজন তাবেয়ী **হানী ইবনু আব্দিল্লাহ বলেছেন,**

لَا تُؤْذِنُوا لِجِنَازَتِي أَحَدًا

আমার জানাযার জন্য কাউকে জানাবে না। (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ হাঃ ১১২ ১৫ সূত্র স্বহীহ)

(১৩) আবূ বাকার ইবনু আয়্যাশ বলেন, সুলাইমান ইবনু মেহরান আল- আ'মাশ যে অসুখে মৃত্যুবরণ করেছিলেন আমি তাঁর কাছে সে অসুখের সময় গেলাম। তিনি বললেন,

إِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تُؤْذِنَنَّ بِي أَحَدًا، وَاذْهَبْ بِي وَاطْرَحْنِي فِي لَحْدِي

যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো তোমরা আমার মৃত্যু সংবাদ অবশ্যই কাউকে দেবে না। এবং আমাকে নিয়েগিয়ে আমার লাহাদে রেখে দেবে। (হিলিয়াতুল আউলিয়া অ ত্বাবাক্বাতুল আস্বফিয়া ৫/৫১ সূত্র হাসান।)

সচেতন পাঠক ! (ক) প্রথম উক্তিতে আছে "তাঁরা ঘৃণা করতেন" এখানে তাঁরা বলতে স্বাহাবায়ে কিরাম (রাযি আল্লাহ আনহুম)। কারণ একজন তাবেয়ী নিজের সীনিয়ার তাবেয়ীকে প্রশ্ন করছেন পূর্বের উলামাদের সম্পর্কে। আর তাবেয়ীদের পূর্বে ছিলেন স্বাহাবা (রাযি আল্লাহ আনহুম)।

(খ) এখানে 'অপছন্দ/ঘৃণা করতেন' থেকে কেউ বলতে পারেন যে, তাঁরা এটাকে মাকরূহ মনে করতেন, হারাম মনে করতেন না।

আমি বলবঃ (১) আপনি আবার কেমন মুসলিম যে, যেটা শরীয়তে অথবা স্বাহাবীগণের নিকটে ঘৃণ্যকাজ সেটা করবেন আপনি ?

(২) আল্লাহ তা'আলা সূরাহ বানী ইস্রাঈলের ২২ থেকে ৩৭ নং আয়াত পর্যন্ত শির্ক, যেনা, সন্তান হত্যার মত কতিপয় হারাম কাজ ও কবীরাহ গুনাহ হতে বিষেধ করার পর বলেছেনঃ

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

এসবের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেগুলি তোমার রবের নিকট মাকরূহ/ঘৃণ্য। (১৭/৩৮)

এখানে শির্ক ও যেনাকে মাকরূহ বলা হয়েছে তার মানে শির্ক ও যেনা করা যাবে ?

(গ) এ অধ্যায়ে ১ জন স্বাহাবী এবং ১২ জন তাবেয়ী থেকে বর্ণিত এবং অধিকাংশ তাবেয়ীদের দ্বারাই বর্ণিত বিশুদ্ধ আসারগুলীর দিকে লক্ষ করুন। তাঁদের মৃত্যুসংবাদ যেন কোন ভাবেই জাহেলী মৃত্যুসংবাদের মত না হয়ে যায়, এই ভয়ে কাউকে জানাতে বারণ করেছেন। যদি হাফেয যুবাইর আলী যায়ী এবং শুয়াইব আরনাউত্ব (রাহিমাহুমাল্লাহ)- র কথা অনুযায়ী হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহ আনহুমা)- র হাদীস যয়ীফ হয়, তবে এরা এই ভয় কোথা থেকে আমদানি করলেন? এমর্মে তো এ ছাড়া কোন মার্ফূ স্বহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। তার মানে কি এই নয় যে, এরা সকলেই হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহ আনহুমা)- র হাদীসকে স্বহীহ মেনেছেন ? এবং তাকে সামনে রেখেই একথা বলেছেন ? জী হাঁ, এটাই বাস্তব সত্য।

(ঘ) স্বাহাবী ও তাবেয়ীগণের উপরোক্ত উক্তিগুলিকে সকল মৃত্যুসংবাদ নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল হিসাবে গণ্য করা যাবে না। কারণ তাঁরা এ কথা বলেননি যে, মৃত্যুসংবাদ দেওয়া সার্বিকভাবে নিষিদ্ধ। বরং তাঁরা বলেছেন, আমরা জায়েয ও সুন্নাতী মৃত্যুসংবাদ এর জাহেলী মৃত্যুসংবাদে রূপান্তরিত হওয়া থেকে ভয় পাচ্ছি। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, জায়েয মৃত্যুসংবাদ দিতে গিয়ে যেন তা থেকে অতিক্রম করে জাহিলী মৃত্যুসংবাদ পর্যন্ত না পৌঁছে যায়। যেমনটা বর্তমানে হয়েছে ।

(ঙ) তবে বিষয়টাকে এতো হালকাভবে নেওয়াও উচিৎ হবে না। কারণ স্বাহাবা (রাযি আল্লাহু আনহুম) যারা ছিলেন (রাসূলুল্লাহ স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এর ছাত্র। তাঁরা তাঁর থেকে হাদীস শুনেছেন, তাঁকে আমল করতে দেখছেন। এবং তাবেয়ীন (রাহেমাহুমুল্লাহ) যারা ছিলেন স্বাহাবাগণের ছাত্র। তাঁরা তাঁদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে আমল করতে দেখেছেন। তাঁরা জাহেলী মৃত্যুসংবাদ থেকে কতো ভয় পেতেন যে, তার ভয়ে জায়েয

মৃত্যুসংবাদ দিতেও নিষেধ করছেন। যেন তা কোনভাবেই জাহেলী মৃত্যুসংবাদে পরিনত না হয়। কিন্তু অতি দুঃখের যে, আজ কিছু আলেম জাহেলী মৃত্যুসংবাদের সাথে একাধিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করাকে নির্দিধায় জায়েয বলে ফাতাওয়া দিচ্ছেন। (অল্লাহুল মুসতায়ান)

সপ্তম অধ্যায়

মৃত্যুসংবাদ সম্পর্কে চার মাযহাবের উলামাগণের মতামতঃ

ইতি পূর্বে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, চার মাযহাবের অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম মৃত্যুসংবাদে কণ্ঠস্বর উচ্চ করা এবং চিৎকার করে মৃত্যুসংবাদ দেওয়াকে নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ হিসাবে গন্য করেছেন। কিন্তু বিষয়টা আরো পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে নীচে আলিমগণের কতিপয় উক্তি বর্ণনা করা হল।

(১) হানাফী মাযহাবঃ (ক) ফাখরুদ্দীন যাইলেয়ী হানাফী (মৃত্যু ৭৪৩ হিজরী) বলেন,

لِأَنَّ فِيهِ تَكْثِيرَ الْجَمَاعَةِ مِنْ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ لَهُ وَتَحْرِيضَ النَّاسِ عَلَى الطَّهَارَةِ وَالِاعْتِبَارِ بِهِ وَالِاسْتِعْدَادِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ نَعْيَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَبْعَثُونَ إلَى الْقَبَائِلِ يَنْعَوْنَ مَعَ ضَجِيجٍ وَبُكَاءٍ وَعَوِيلٍ وَتَعْدِيدٍ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ بِالْإِجْمَاعِ.

মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করে মুস্বল্লীদের জামা'আত ভারী করা হয়, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, মানুষকে পবিত্রতার উপর উতসাহ প্রদান করা হয় এবং মৃত্যু হতে উপদেশ গ্রহণ ও মৃত্যর জন্য প্রস্তুত থাকার কথা স্বরণ করা হয়। জাহিলী মৃত্যুসংবাদ এরকম হয় না । বরং তারা গোত্রে গোত্রে কিছু লোক পাঠাতো যারা শোরগোল এবং ক্রন্দন ও বিলাপের সাথে মৃত্যুসংবাদ দিত। আর এটা সর্বসম্মতি ক্রমেই অপছন্দনীয়। (তাবয়ীনুল হাক্বাইক্ব শারহু কানযিদ- দাক্বাইক্ব ১/২৪০, আল- বাহরুর রায়েক্ব ২/১৯৫)

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাগণ এর উত্তর দিয়েছেন যে,

مقصود تكثير الجماعة من المصلين والمستغفرين للميت يمكن حصوله دون النداء ورفع الصوت. وإن رفع الصوت في الإعلام بموت الميت يشبه من حيث الصورة نعي الجاهلية الذي ورد النهي عنه

প্রথমতঃ ঘোষণা ও কণ্ঠস্বর উচ্চ না করেও মুস্বল্লীদের জামা'আত ভারী করা এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকারীর সংখ্যায় বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ কণ্ঠস্বর উচ্চ করে মায়্যেতের ঘোষণা করা জাহেলী নায়ীর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ। (মাউক্বেউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/৪৭৭৬)

(২) শাফেয়ী মাযহাবঃ ইমাম নবাভির আল- মাজমূ শারহুল মুহাযযাবে আছে যে,

فَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْبَغَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكْرَهُ نَعِيُّ الْمَيِّتِ وَالنِّدَاءُ عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

নবাভী, বাগাভী এবং আমাদের উলামাদের একটি জামা'আত বলেছেন, মায়্যেতের জানাযার ইত্যাদির উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যুর ঘোষণা ও এলানকে অপছন্দ করা হয়েছে । (শারহুল মুহাযযাব ৫/২১৫)

(৩) হাম্বিলী মাযহাবঃ (ক) মাউসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ কুয়েতিয়্যার মুফতীগণ বলেছেন,

لِلنَّعْيِ الْمَكْرُوهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ صُورَتَانِ: الأُولَى: أَنَّهُ مَا كَانَ لِغَيْرِ قَرِيبٍ أَوْ صَدِيقٍ أَوْ جَارٍأَوْ مَنْ يُرْجَى إِجَابَةُ دُعَائِهِ.الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مَا كَانَ بِنِدَاءٍ، وَعَلَيْهِ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا.

হাম্বেলীদের নিকট নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদের দুই প্রকারঃ (১) যেটা নিকটাত্মীয়, আত্মীয়- স্বজন, সাথী- বন্ধু এবং পাড়া- প্রতিবেশী ব্যতীত অন্যদের জন্য হবে। যার দু'আ গৃহীত হাওয়ার আশা রাখা যায় ।

(২) যে সংবাদ উচ্চকণ্ঠে হবে । আর মালেকী মাযহাবের লোকেরাও এ মত পোষণ করেছেন। (৪০/৩৮০)

(খ) ইবনু মুফলিহ হাম্বালি (মৃত্যু ৭৬৩ হিজরী) বলেন,

وَلاَ يُسْتَحَبُّ النَّعْيُ، وَهُوَ النِّدَاءُ بِمَوْتِهِ بَل يُكْرَهُ

মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করাকে মুস্তাহাব বলা হয়নি, যা উচ্চকণ্ঠে হবে। বরং অপছন্দ করা হয়েছে। (কিতাবুল ফুরু মায়াহু তাস্বহীহুল ফুরু ৩/২৭৩)

(গ) শায়খ স্বলেহ আল- মুনাজ্জিদ (হাফিহুল্লাহ) বলেছেন,

الإعلام بالموت مجرداً فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم إلى جواز الإعلام بالموت من غير نداء؛ لأجل الصلاة على الميت.

হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বেলী এবং অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ মায়্যেতের জানাযার স্বলাতের উদ্দেশ্যে উচ্চকণ্ঠে আহবান ব্যতীত মৃত্যুসংবাদ জানানোকে জায়েয বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন,

النعي برفع الصوت من غير ذكر للمفاخر والمآثر فقد ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى كراهية النداء في الإعلام بموت الميت ولأن النداء ورفع الصوت بموت الميت يشبه من حيث الصورة نعي الجاهلية الذي ورد النهي عنه.

মায়্যেতের গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজগুলি বর্ণনা না ক'রে উচ্চস্বরে মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার ব্যপারে হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী এবং হাম্বেলীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ এর মতামত হ'ল, এ ঘোষণা অপছন্দনীয়। কারণ মায়্যেতের মৃত্যুর ঘোষণা করা ও তাতে কন্ঠস্বর উচ্চ করা, প্রকৃতিগতভাবে জাহেলী মৃত্যুসংবাদের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলে তা নিষিদ্ধ। (মাউকেউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/৪৭৬৩)

অষ্টম অধ্যায়

জাহেলী মৃত্যুসংবাদের বিশেষ পরিচয় হল তাতে কন্ঠস্বর উচ্চ কর।

(ক) আস্থাভাজন বর্ণনাকারী ইমাম ইসহাক্ব ইবনু মানস্বূর আল- মারুয়াযী (মৃত্যু ২৫১ হিজরী) বলেন, আমি **ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে বললামঃ** আপনি কি জানাযার জন্য মানুষকে অবহিত করাকে অপছন্দ করেন ? তিনি বললেন,

إِذَا آذَنَ إِخْوَانَهُ وَأَصْحَابَهُ وَأَمّا أَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ فَلَا أَدْرِي مَا هذا قَالَ إِسْحَاقُ: كَمَا قَالَ.

যদি তার ভাই ও সাথিদের জানায় তবে ঠিক আছে । কিন্তু জানাযার জন্য ঘোষণা ও আহবান করা তো জানি না এটা কি জিনিস ? ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাহুওয়াইও একই কথা বলেছেন। (মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল অ ইসহাক্ব ইবনে রাহুওয়াই ৩/১৪১৩)

(খ) আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হানী আবূ বাকর আল- আসরাম (মৃত্যু ২৭৩ হিজরী) বলেন, আমি **আহমাদ ইবনু হাম্বালকে প্রশ্ন করলাম** সেই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে লোকেরা যার মৃত্যুর প্রচার করছে ? তিনি উত্তরে বললেন,

إذا صاح إن فلاناً قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به

যদি উচ্চকণ্ঠে বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, তবে আমি এটা অপছন্দ করি। আর যদি নীচু স্বরে সংবাদ দেওয়া হয় তবে কোন অসুবিধা নেই (মাসায়িলুল ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল অ অসহাক্ব ইবনু রাহওয়াই ৩/১৪১৩, টীকা নং ৩)

(গ) ইবনু ক্বুদামাহ আল- মাক্বদিসী আল- হাম্বিলী বলেন, অনেক উলামাগণ বলেছেন,

لَا بَأْسَ أَنْ يَعْلَمَ بِالرَّجُلِ إِخْوَانُهُ وَمَعَارِفُهُ وَذَوُو الْفَضْلِ، مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ.

ঘোষণা ও আহবান না করে কেবল মৃতের ভাই, পরিচিত লোকজন এবং মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে মৃত্যুসংবাদ জানানোতে কোন অসুবিধা নেই। (আল- মুগনী ২/৪২৫)

(ঘ) আল্লামাহ মুহামাদ ইবনু রুশদ আল- কুরত্বাবী (মৃত্যু ৫২০ হিজরী) বলেন,

وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَلَا إِنَّ فُلَانًا قَدْ ماتَ فَاشْهَدُوا جِنَازَتَهُ، وَأَمَّا الْإِذنُ بِهَا وَالْإِعْلَامُ مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعٍ.

তাঁদের নিকট 'না'য়ী' হল, জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা করা যে, অমুক ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করেছে অতএব তোমরা তার জানাযার স্বলাতে উপস্থিত হও ।

পক্ষান্তরে মৃত্যু সম্পর্কে জানানো এবং ঘোষণা ও আহবান না ক'রে কেবল অবহিত করা, তো এটা সকলের ঐক্য মতেই জায়েয। (আল- বায়ানু অত- তাহস্বীল ২/২১৭- ২১৮)

(ঙ) আল- মাউসূয়াতুল ফিকহিয়্যা আল- কূয়েতিয়্যার মুফতীগণ বলেছেন,

فَالنَّعْيُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ اتِّفَاقًا، وَهُوَ أَنْ يَرْكَبَ رَجُلٌ دَابَّةً يَصِيحُ فِي النَّاسِ أَنْعِي فُلاَنًا..... أو أَنْ يُنَادَى بِمَوْتِهِ، وَيُشَادَ بِمَفَاخِرِهِ. وَبِهِ يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ.

উলামাগণের ঐক্যমতে নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ হ'ল, এক ব্যক্তি বাহনে সওয়ার হয়ে মানুষের মাঝে চিৎকার করে বলবে, আমি অমুক ব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছি। অথবা তার মৃত্যুর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবে এবং তার গৌরবজনক কাজ বর্ণনা করায় বাড়াবাড়ি করবে। হানাফী এবং শাফেয়ী আলিমগণ একথাই বলেছেন।

(চ) শায়খ স্বলেহ আল- মুনাজ্জিদ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেন,

إِمَّا إِذَا كَانَ المَقْصُوْدُ مِنْ ذَلِكَ مُجَرَّدُ إِعْلاَمِ المُصَلِّيْنَ فِي المَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لِلصَّوْتِ، فَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَهذا يُشبِهُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوْتِ النَّجَاشِي، حَيْثُ أَعْلَمَ بِمَوْتِهِ الصَّحَابَةَ وَنَعَاهُ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.

যদি মৃত্যুসংবাদের উদ্দেশ্যে মাসজিদে কণ্ঠস্বর উঁচু না ক'রে শুধু মুস্বাল্লীদের অবহিত করা হয় তবে ইনশা- আল্লাহ তাতে কোন অসুবিধা নেই । নাজাশি বাদশার মৃত্যুর পর নবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) যেভাবে মৃত্যুসংবাদ দিয়েছিলেন এ মৃত্যুসংবাদ তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি শুধু তাঁর স্বলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে স্বাহাবাগণ- কে অবহিত করেছিলেন। (মাউকেউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/৪৭৭৬)

(ছ) হামদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল- হামদ উভয় প্রকার হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় হাদীসে মাঝে সামঞ্জস্যসাধন এভাবে হবে যে,

أن الحديث الأول المراد به مجرد الإخبار بموته، وأما النفي المحرم فهو ما كان عليه أهل الجاهلية من إظهار ذلك في الأسواق والطرقات والمجالس العامة والصراخ بذلك فهذا هو المحرم.

প্রথম হাদীসের অর্থ হবে শুধু মৃত্যুসংবাদ দেয়া। আর নিষিদ্ধ এবং হারাম মৃত্যু সংবাদ হ'ল যা জাহেলী যুগের লোকেরা করত। বাজার, রাস্তা ঘাট, এবং সাধারণ সভায় প্রকাশ করত। আর এটা চিৎকার করে বলত। এটা হ'ল, হারাম। (শারহু যাদিল মুস্তাকনি ৮/২৪০)

(জ) শায়খ স্বালেহ আল- মুনাজ্জিদ (হাফিযাহুল্লাহ) অন্যত্রে বলেছেন,

الإعلام بالموت بنداء ورفع صوت وذكر مآثر الميت فهذا النعي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

ঘোষণা ও উচ্চ কণ্ঠস্বর- এর সাথে মৃত্যুর এলান করা এবং মায়্যেতের কৃতিত্ব বর্ণনা করা এটা নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এ সংবাদ দেওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। (মাউক্বেউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/৪৭৬৩)

জ্ঞানদীপ্ত পাঠক ! উপরোক্ত উক্তি সমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুসংবাদে কণ্ঠস্বর উঁচু করা ও চিৎকার করাকে উলামাগণ জাহেলী মৃত্যুসংবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট হিসাবে গণ্য করেছেন।

নবম অধ্যায়

মাইকে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা

অত্যন্ত খুঁজাখুঁজির পর আমি তিন জন যোগ্য আলিমের লেখনি এবং দু'জন আলিমের বক্তব্য পেয়েছি। যারা মাইকে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করাকে জায়েয বলেছেন। তাদের পেশকৃত দলীল সমূহের পর্যালোচনাঃ

(১) ডাঃ হিসামুদ্দীন ইবনু মূসা আফানাহ বলেছেনঃ

خلاصة الأمرأن الإخبارعن وفاة الميت باستعمال مكبرات الصوت في المساجد أمر جائز شرعاً، ومثل ذلك الإعلان عن وفاة الميت باستخدام الوسائل الحديثة الرسائل عبرالهواتف النقالة والبريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت وغيرها كتداول بشرط أن يكون الإخبارخالياً من ذكرالمآثر والمفاخر.

সার কথা হ'ল, মসজিদের মাইকে মৃত্যুসংবাদ দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। আর এটা মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আধুনিক মাধ্যম গ্রহণ করার মত। যেমন, পাবলিক ফোনের মধ্যমে, ই- মেইল, ইন্টার্নেট ইত্যাদির মাধ্যমে ম্যাসেজ দেওয়া এই শর্তের সাথে যে, সংবাদ যেন মায়্যেতের কৃতিত্ব ও গৌরব বর্ণনা থেকে মুক্ত হয়। (ফাতাওয়া ইয়াসয়ালুনাকা ৬/১৩) তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন,

والنعي ليس كله محرم، وإنما المحرم نعي الجاهلية المشتمل على ذكرالمآثروالمفاخر ..... وأما النعي الذي هو مجرد إخبار بالوفاة فقط ليشهد الناس الصلاة على الميت وليشهدوا جنازته ودفنه، فأمر مستحب لأنه وسيلة لأمور مندوبة ومستحبة، والوسائل لها أحكام المقاصد....

প্রত্যেক মৃত্যুসংবাদ নিষিদ্ধ নয়। নিষিদ্ধ হ'ল, কৃতিত্ব ও গৌরব সম্বলিত জাহেলী মৃত্যুসংবাদ।.... আর যে সংবাদে কেবল মৃত্যুর ঘোষণা থাকবে, যাতে মানুষ মায়্যেতের জানাযায় এবং তার দাফনে উপস্থিত হয় তবে এটা মুস্তাহাব কাজ। কারণ এটা মান্দূব ও সুন্নাতী কাজের মাধ্যম। আর সেটাই মাধ্যমের হুকুম হবে, যা হবে উদ্দেশ্যর হুকুম। (ফাতাওয়া ইয়াসয়ালুনাকা ১৩/৭৮)

পর্যালোচনাঃ ইনি সুন্নাতী ও বিদ'আতী উভয় মৃত্যুসংবাদের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন। দাবী তো করেছেন বিদ'আতী মৃত্যুসংবাদ জায়েয হওয়ার কিন্তু দলীল দিয়েছেন

সুন্নাতী মৃত্যুসংবাদ প্রমাণ করার। এবং নিজ দাবীর সমর্থনে এমন কোন দলীল পেশ করতে সক্ষম হননি যা থেকে বোঝা যাবে যে, মৃত্যুসংবাদে কণ্ঠস্বর উচ্চ করা এবং চিৎকার করা জায়েয। বরং তিনি দলীল হিসাবে যা পেশ করেছেন তা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাগণ সুন্নাতী মৃত্যুসংবাদের দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। আমিও সে দলীলগুলো পেশ করেছি এবং আল-হামদুলিল্লাহ- প্রমাণ করে দিয়েছি যে, এ সংবাদে ঘোষণা ও জাহিলী মৃত্যুসংবাদের কোন বৈশিষ্ট ছিল না। স্বাহাবা (রাযি আল্লাহু আনহুম)- কে নাবী (স্বাল্লাল্লাহ আলাইহি অ সাল্লাম) এই সংবাদ দেয়ারই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সুতরাং মাইকে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণার সমর্থনে ডাঃ হিসামুদ্দীন এর এ উক্তি পেশ করা জায়েয হবে না।

(২) হাফেয যুবাইর আলী যায়ীঃ ইনি "আল- হাদীস" পত্রিকার ১১ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫ এর ১৮ থেকে ২১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত "মাসজিদ মে মায়্যেত কা এ'লান আউর এত্তেলা" নামক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি উত্তরের শেষাংশে ফল কথা হিসাবে লেখেছেন, মায়্যেতের কাফন-দাফন, তার জানাযাহ এবং সান্ত্বনাদানের উদ্দেশ্যে মসজিদের মাইকে মায়্যেতের মৃত্যুর এ'লান করা জায়েয। হাদীসের মূলনীতি অনুযায়ী এলান থেকে নিষেধের হাদীস যয়ীফ এবং অপ্রমাণিত।

পর্যালোচনাঃ (ক) ইনিও নিজ দাবীর সমর্থনে উপযুক্ত কোন দলীল পেশ করতে পারেননি। বরং সুন্নাতী মৃত্যুসংবাদের দলীলগুলো পেশ করেই নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

(খ) তিনি আল-ইতহাফুল বাসেমের ৮২ পৃষ্ঠায় লেখেছেনঃ যদি (হুযাইফার রাযি আল্লাহ আনহুমা)-র হাদীস স্বহীহ প্রমাণিত হত তবে তার অর্থ দাড়াত, জাহেলী লোকদের মত গলিতে- গলিতে চিৎকার করে মৃত্যুর এ'লান করা নিষিদ্ধ। আচ্ছা বলুন তো ! মৃত্যুর ঘোষণায় যদি গলিতে- গলিতে চিৎকার নিষিদ্ধ হয় তবে মসজিদে চিৎকার নিষিদ্ধ হবে না কেন ? যদি রাস্তায় ও বাযারে চিৎকার জায়েয না হয় তবে মসজিদে চিৎকার কি করে জায়েয হবে ?

(গ) ইনি নিজ মতের সমর্থনে যেটা সব চেয়ে বড় দলীল হিসাবে পেশ করেছেন তা হচ্ছে, ইনি হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাযি আল্লাহ আনহুমা)- র হাদীসকে ইবনু মায়ীন এবং ইবনু হাতেম (রাহেমাহুমাল্লাহ)- র উক্তির উপর ভিত্তি করে যয়ীফ ও মুনক্বাত্বি' বলেছেন। কিন্তু (সারা জাহানের রবের প্রশংসা) যে, আমি হাদীসরে সূত্র স্বহীহ প্রমাণ ক'রে তাঁদের কথাকে ভুল প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। ফলে হাফেয যুবাইর আলী যায়ী (রাহেমাহুল্লাহ)- র এ ফাতাওয়াও মাইকে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণার সমর্থনে পেশ করা জায়েয হবে না। (হাদীসের বিস্তারিত তাহক্বীক্ব এর জন্য এই পুস্তিকার পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(৩) উত্তর প্রদেশের জামিয়াহ ইসলামিয়াহ দায়িয়াবাদের শিক্ষক মুহাম্মাদ জা'ফার আল- হিন্দী (সাল্লামাহুল্লাহ) এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেনঃ আর মাইকে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করার বিষয়ঃ তো দৃশ্যত এটাও সঠিক। যেমন মাইকে আযান দেওয়া সঠিক ঠিক তেমনি মৃত্যুর এ'লান করাও সঠিক। যেমন আযানে মাইক আসল উদ্দেশ্য না হয়ে শুধু মাধ্যম যাতে দূর পর্যন্ত আওয়ায পৌঁছানো সম্ভব হয় তেমনিভাবে মৃত্যুসংবাদেও মাইক মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং আওয়ায পৌঁছানোর মাধ্যম।

অতঃপর লেখেছেনঃ আমার জ্ঞান অনুযায়ী বর্তমানে কোন আহলে হাদীস আলেম মাইকে আযান দেওয়াকে নিষিদ্ধ বলেননি। কারণ এটা তো কেবল মাধ্যম। সুতরাং যেমন আযানের জন্য মাইক ব্যবহার করা সঠিক এবং অভিযোগ মুক্ত তেমনি মৃত্যুর খবর দেওয়াতেও মাইক ব্যবহার অভিযোগ মুক্ত হওয়া উচিৎ।

তিনি ফাতাওয়ার শেষে, বিস্তারিত জানার উদ্দেশ্যে ইস্তেদরাক পত্রিকার নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০১২ –র ৫৬ থেকে ৬০ পৃষ্ঠা দেখতে বলেছেন।

পর্যালোচনাঃ

শায়খের প্রমাণ উপস্থাপন থেকে স্পষ্ট যে, তিনি মৃত্যুসংবাদকে আযানের উপর ক্বিয়াস করেছেন। কিন্তু এ ক্বিয়াস আদৌ জায়েয কি না এ অধ্যায়ে তার পর্যালোচনা করা হবে।

প্রত্যেকের জানা যে, আযান একটি ইবাদত আর মৃত্যুর ঘোষণা সরাসরি ইবাদত না হলেও ইবাদতের দিকে আহবান অর্থাৎঃ ইবাদতের মাধ্যম। কাজেই মৃত্যুসংবাদকে আযানের উপর ক্বিয়াস করা জায়েয হবে না। কারণ উলামাগণের সর্বসম্যত মূলনীতির একটি হচ্ছেঃ

لا قياسَ في العبادَاتِ.

"ইবাদতে কোন প্রকার ক্বিয়াস চলে না" (শারহু কিতাবিল ঈমানিল আউসাত্ব লি- শায়খিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ৪/১৭, অ তাইসীরু ইলমিল উসূলিল ফিক্বিহ ১/১৭৫) এবং মাক্তাবাহ শামেলায় "জামীয়ু কুতুবিল বারনামিজ" এ কিলিক করুন উক্ত মূলনীতি কম করে ৪১ জায়গায় পেয়ে যাবেন।

উক্ত মূলনীতির গুরুত্বঃ যদি কোন ইবাদত প্রমাণ করতে গিয়ে উক্ত মূল নীতি না মানা হয় তবে কোন বিদ'আত আর বিদ'আত থাকবে না, সব সুন্নাতে পরিনত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, কিছু আলেম টাকার ফিতরা প্রমাণ করতে গিয়ে নিজ মতের পক্ষে উপযুক্ত দলীল পেশ করতে না পেরে স্বাদাক্বাতুল ফিতরের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত- কে ইবাদতের

তালিকা থেকেই ছেঁটে দিয়েছেন। তাঁরা এখানেও বলতে পারেন যে, "মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা ইবাদত নয়" ফলে উলামাগণের উক্ত মূলনীতি এখানে ফিট করা যাবে না। কাজেই মৃত্যুসংবাদকে আযানের উপর ক্বিয়াস করা জায়েয ।

উত্তরে আমি বলবঃ যদি উক্ত মূলনীতি এখানে ফিট নাও করা হয় তবুও মৃত্যুসংবাদকে আযানের উপর ক্বিয়াস করা জায়েয হবে না। কারণ ক্বিয়াসের জন্য অপরিহার্য শর্ত হল, মূল জিনিসের মধ্যে যে কারণ বিদ্যামান আছে, তার উপর যাকে ক্বিয়াস করা হচ্ছে তার মধ্যেও সে কারণ বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। অর্থাৎঃ যে কারণে আযানের জন্য মাইক ব্যবহার করা জায়েয হয়েছে সেই কারণ মৃত্যুসংবাদের মধ্যে বিদ্যমান হতে হবে। (আল- উসূল মিন ইলমিল উসূল লি- মুহাম্মাদ ইবনে স্বালেহ ইবনে মুহাম্মাদ আল- উসাইমীন ১/৭০)

আযানের কণ্ঠস্বর উচ্চ করার ইচ্ছা এবং চেষ্টা-

এ উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) ও স্বাহাবাহ (রাযি আল্লাহ আনহুম) কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন ।

(১) উচ্চ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট মুয়াযযিন নিযুক্ত করেছিলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাযি আল্লাহ আনহু)- র স্বপ্নের বর্ণনা শুনে রসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন,

إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ.

ইনশা- আল্লাহ এ স্বপ্ন সত্য। এখন তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো বিলালের সাথে দাঁড়িয়ে তাকে বলতে থাকো। আর সে আযান দিতে থাকুক। কারণ তার কন্ঠস্বর তোমার কন্ঠস্বর চেয়ে জোরালো। (আবূ দাউদ হাঃ ৪৯৯, সূত্র স্বহীহ। ইমাম তির্মিযী, ইবনু খুযায়মাহ, ইবনু হিব্বান, আলবানী, দারানী এবং হাফিয যুবাইর স্বহীহ বলেছেন।)

(২) মিনার অথবা কোন উঁচুস্থান থেকে আযান দিতে বলেছিলেনঃ (ক) উক্ববা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন-

يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ، وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

যখন কোন ছাগলের রাখাল পাহাড়ের চুড়ায় স্বলাতের জন্য আযান দিয়ে স্বলাত আদায় করে তখন তোমাদের রব তার আমলে অবাক হয়ে (তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে) মহান আল্লাহ বলেন, ... (আবূ দাউদ হাঃ ১২০৩ সূত্র স্বহীহ)

আল্লামাহ মুহাম্মাদ নাস্বিরুদ্দীন আলবানী (রাহেমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসে বর্ণিত "শাযিয়্যাতুন" শব্দ সম্পর্কে লিখেছেনঃ

قِطْعَةٌ مُرْتَفِعَةٌ فِي رَأسِ الْجَبَلِ. وَفِيْهِ إِشَارَةٌ إِلى اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ عَلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْجَبَلِ .

অর্থঃ পাহাড়ের চুড়ার উঁচু অংশ। তা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উঁচু জায়গায় আযান দেওয়া মুস্তাহাব যদিও পাহাড়ের উপর হয়। (আস সামারুল মুস্তাতাব ১/১৬০)

(খ) উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রাহেমাহুল্লাহ) নাজ্জার গোত্রের একজন মহিলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন-

كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ كُلَّ غَداةٍ

আমার বাড়ি মাসজিদের পার্শ্বে সব চেয়ে উঁচু বাড়ি ছিল। সুতরাং বেলাল (রাযি আল্লাহু আনহু) প্রতিদিন ফজরের আযান তার উপর থেকেই দিতেন। (সীরাতু ইবনে হিশাম ২/ ১১২, আবূ দাউদ, মিনারের উপর আযান দেওয়ার অনুচ্ছেদ হাঃ ৫১৯, বাইহাক্বীর সুনানুল কুবরা, মিনারে আযানের অনুচ্ছেদ হাঃ ১৯৯৫, সূত্র হাসান। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব আস সাবীয়ী, ইবনু হিশামের বর্ণনায় নিজের শ্রবণ স্পষ্ট করেছেন। আল্লামাহ আলবানী, হাফেয ইবনু হাজার এবং হাফেয যুবাইর আলী যায়ী হাসান বলেছেন।)

(গ) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

وَكَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ مَا يَنْزِلُ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفِّ

মুয়াযযিনের মিনার থেকে নেমে কাতারে শামিল না হওয়া পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) স্বলাত আরম্ভ করতেন না। (মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৮৪২৩ সূত্র হাসান। শুয়াইব আরনাউত্ব হাসান বলেছেন।)

(ঘ) আম্মা আয়েশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাত্রের দুই আযান (সাহরী খাওয়ার আযান এবং ফজরের আযান) এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন,

وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا

একজন (মুয়াযযিন) আযান দিয়ে নীচে নামতেন আর অপরজন আযান দেয়ার জন্য উপরে উঠতেন । (স্বহীহ মুসলিম হাঃ ১৮২৯)

(ঙ) আস্থাভাজন তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব আল-উক্বাইলী আযান এবং ইক্বামাতের সুন্নাত সম্পর্কে বলেন,

مِنَ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ، وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يَفْعَلُهُ

মিনারে আযান দেওয়া এবং মাসজিদে ইক্বামাত দেওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর আব্দুল্লাহ এটাই করতেন। (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ, মুয়াযযিনের মিনার অথবা তার মতো কোন জায়গা থেকে আযান দেওয়ার অনুচ্ছেদ হাঃ ২৩৩১ সূত্র স্বহীহ। আল্লামাহ আলবানী তার সূত্রকে স্বহীহ বলেছেন।)

(চ) সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাযি য়াল্লাহু আনহু) বলেন, উসমান (রাযি য়াল্লাহু আনহু)-র খিলাফাতকালে যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন তিনি জুমুয়ার স্বলাতের জন্য যাউরা নামক বাযারে একটি ঘরের ছাদের উপর তৃতীয় আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (ইবনু মাজাহ হাঃ ১১৩৫ সূত্র স্বহীহ)

সচেতন পাঠক ! উল্লিখিত হাদীস সমূহ থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝাগেল যে, আল্লাহ তা'আলা উঁচু স্থানে আযান দেয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ফলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এবং স্বাহাবীগণের যুগে, এমনকি তাবেয়ীদের যুগেও তার উপরেই আমল জারী থেকেছে। কারণ উপরোক্ত দু'টি পদ্ধতি (জোরালো কন্ঠস্বর বিশিষ্ট মুয়াযযিন নিযুক্ত করা এবং উঁচু স্থানে উঠে আযান দেয়া) ছাড়া আওয়ায উঁচু করার জন্য তাঁদের নিকট কোন বিকল্প পথ ছিল না। থাকলে তাঁরা অবশ্যই তা গ্রহণ করতেন। যখন আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মাইকের মত যন্ত্র আবিষ্কার করার তাওফীক দিয়েছেন, তাকে দ্বীনী কাজের মাধ্যম বানাতে কোন অসুবিধা নেই। মাইকে আযান দেওয়া জায়েয হওয়ার ব্যপারে মুহাক্বক্বীক্ব উলামাগণ প্রায় এক মত। কারণ সম্প্রতি আযানের ধ্বনি পৌঁছিয়ে দেওয়ার সব চেয়ে বড় মাধ্যম এই মাইক।

এমর্মে সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটিকে প্রশ্ন করা হলে তারা উত্তরে বলেছেন,

يُشْرَعُ رَفْعُ الصَّوْتِ بالأذانِ وَلَوْ كَانَ الرَّفْعُ بِمُكَبِّرِ الصَّوْتِ.....

শরীয়তে আযানের ধ্বনি উঁচু করার বিধান দেওয়া হয়েছে। যদিও তা মাইক দ্বারা উঁচু করা হয়। (ফাতাওয়া লাজনাতুদ দাইমাহ ফাতাওয়া নম্বর ১৮৪৪০)

আযানে কণ্ঠস্বর উঁচু করার কিছু উদ্দেশ্যঃ

(১) আযান শুনে শায়তান ভীষণ কষ্ট পায়। এবং এত ভয়পায় যে, আযান শুনার সাথে সাথেই বায়ু ছাড়তে (বায়ু নির্গত করতে) আরম্ভ করে। এবং অনেক দূর পালিয়ে যায়....। (স্বহীহ বুখারী হাঃ ৬০৮, স্বহীহ মুসলিম হাঃ ৩৮৯)

সুতরাং যত বেশি আওয়ায হবে শয়ত্বান ততো বেশি কষ্ট পাবে এবং ততো দূরে পলায়ন করবে।

(২) আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,

لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ، جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ

যতদূর পর্যন্ত জিন, মানুষ (গাছ, পাথর) বা অন্য কিছু মুয়াযযিনের আযানের ধ্বনি শুনবে তারা সকলেই ক্বিয়ামাতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। (স্বহীহ বুখারী হাঃ ৬০৯, ইবনু মাজাহ হাঃ ৭২৩)

উক্ত হাদীসের বিশ্লেষণে হাফেয যুবাইর আলী যায়ী লিখেছেনঃ মাসজিদে অতি উত্তম মাইক স্থাপন করে প্রথম ওয়াক্তে আযান দেওয়া উচিৎ। (ইতহাফুল বাসিম শারহু মুয়াত্তা ইমাম মালেক রিওয়াইয়াতু ইবনিল ক্বাসিম ১/৪৬৪)

সুধী পাঠক ! মাইকে আযান জায়েয হওয়ার করণ জানাগেল। কিন্তু এ কারণ কি মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার মধ্যে বিদ্যমান আছে ? না, কখনও না । যারা মাইকে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা জায়েযের ফাতাওয়া দিচ্ছেন, তাঁরা বিশুদ্ধ সূত্রে কেবল একটা এমন হাদীস বা কোন একজন স্বাহাবীর আসার পেশ করুন। যা থেকে বোঝাযাবে যে, নবী (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার জন্য উঁচুস্থানে উঠেছেন, কিংবা এর জন্য কাউকে উপরে উঠতে বলেছেন অথবা এর জন্য কখনো জোরালো কন্ঠস্বর বিশিষ্ট মানুষ নির্বাচন করেছেন। ইনশা- আল্লাহ তাঁরা অনুরূপ হাদীস বা আসার কখনও পেশ করতে পারবেন না।

যদিও তাঁরা পরস্পরকে সাহায্যও করেন। সুতরাং মৃত্যুসংবাদকে আযানের উপর ক্বিয়াস করা কোনভাবেই জায়েয নয় ।

কিছু আলোচকের মন্তব্য খণ্ডন

(৪) পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত বক্তা এবং যোগ্য আলিম শায়খ মতিউর রহমান মাদানী (হাফিযাহুল্লাহ) এক বক্তব্যে মাইকে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণাকে জায়েয বলেছেন।
(৫) বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ বক্তা শায়খ আমানুল্লাহ মাদানী (হাফিযাহুল্লাহ)- ও মাইকে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণাকে জায়েয বলেছেন।

আমি বলবঃ (ক) তাঁরা নিজ দাবীর সমর্থনে কোন দলীল পেশ করেননি ।

(খ) তাঁরাও জাহেলী মৃত্যুসংবাদকে নাজায়েয বলেছেন। কিন্তু তাঁদের নিকট মাইকে মৃত্যুর এ'লান করা জাহেলী মৃত্যুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া করুন) এই জাহিলী মৃত্যুসংবাদের বৈশিষ্ট নির্ণয়েই তাঁদের বিচ্যুতি ঘটেছে। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে জাহেলী মৃত্যুসংবাদ সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলেমগণের বেশ কয়েকটি উক্তি বর্ণনা করেছি। আপনি তাঁদের বক্তব্যটা বারবার শুনুন এবং চতুর্থ অধ্যায়ের সাথে মিলিয়ে দেখুন, তাঁদের বর্ণনাকৃত সংজ্ঞার সাথে মুহাদ্দেসীনে কিরামের সংজ্ঞার মিল খুঁজে পাচ্ছেন কি না। দেখবেন ৯৮% উলামায়ে কিরামের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত প্রথম বৈশিষ্ট "উচ্চ কণ্ঠস্বরে মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা" তাঁদের সংজ্ঞায় স্থান পায়নি। আল- হামদুলিল্লাহ আমরা অষ্টম অধ্যায়ে প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছি যে, এটা ছিল জাহেলী মৃত্যুসংবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট।

উপরন্তু আপনি এর পরের অধ্যায়টা পড়ুন, ইনশা- আল্লাহ আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাঁদের এ বক্তব্য সঠিক নয়। ফলে তাঁদের ফাতাওয়া থেকে দলীল পেশ ক'রে মাইকে মৃত্যুসংবাদ প্রচার করাকে জায়েয বলা যাবে না।

দশম অধ্যায়

মাইকে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা জায়েয নয়ঃ

প্রকাশ থাকে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাগণের মতামত হ'ল, মসজিদের মাইকে হোক অথবা অন্য কোন মাইকে, তাতে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা জায়েয নয়। কারণ এটা জাহিলী মৃত্যুসংবাদের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর যদি মাইক মসজিদের হয় তবে এটা হবে নিষিদ্ধ হওয়ার একটা দ্বিতীয় কারণ।

(১) ইমাম মালেকের ছাত্র আবূ আব্দিল্লাহ আব্দুর রহমান ইবনুল ক্বাসেম (জন্ম ১২৮/১৩২ , মৃত্যু ১৯১ হিজরী) বলেন,

سألت مالكا عن الجنازة يُؤَذَّنُ بِهَا في الْمَسجِدِ يُصَاحَ بِهَا. قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ. وكرهه وَقَالَ: لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُدَارِ فِي الْحِلَقِ يُؤَذِّنُ النَّاسَ بِهَا وَلَا يَرْفَعُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ.

আমি ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ)- কে সেই জানাযাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, যে জানাযার জন্য মসজিদে চিৎকার করে ঘোষণা দেওয়া হয়। তিনি বললেন, তাতে কোন কল্যাণ নেই। তিনি আরো বললেন, মানুষের মাঝে ঘুরে ঘুরে কণ্ঠস্বর উচ্চ না করে মানুষকে জানিয়ে দেওয়াতে আমি কোন অসুবেধা মনে করছি না। (আল- বায়ানু অত- তাহস্বীল ২/২১৭)

(২) আমর ইবনু আব্দিল মুনয়িম সালীম লিখেছেনঃ তারতূশী তার গ্রন্থ "আল- হাওয়াদেসু অল- বিদ'য়ু" ১৩৯ পৃষ্ঠায় ইমাম মালেকের উক্তি বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যেন মসজিদের দরজায় জানাযার সংবাদ না দেওয়া হয়। যদি মানুষের কাছে গিয়ে গোপনভাবে জানানো হয় তবে তা জায়েয। এবং রাস্তায় যেন উচ্চ কণ্ঠস্বরে এ'লান না করা হয়। এটাই ইমাম আবূ হানীফাহ এবং ইমাম শাফেয়ীর মতামত। (ইবাদাত মে বিদ'আত আউর সুন্নাতে নাবাবী সে উনকা রাদ' ১৮২)

(৩) আবুল অলীদ মুহাম্মাদ ইবনু রুশদ আল- কুরতুবী (মৃত্যু ৫২০ হিজরী) বলেন,

النِّدَاءُ بِالْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَجُوزُ لِكَرَاهَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ. وَأَمَّا النِّدَاءُ بِهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَساجِدِ فَكَرِهَهُ مَالِكٌ هٰهُنَا وَرَآهُ مِنَ النَّعْيِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ .... وَالنعي عندهم أَنْ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ مَاتَ فُلَانٌ فَاشْهَدُوا جِنَازَتَهُ..... وَأَمَّا الْإِذْنُ بها وَالْإِعْلَامُ مِنْ غَيْرِ نِدَاءٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعٍ.

মসজিদে কণ্ঠস্বর উঁচু করা অপছন্দনীয় হওয়ার কারণে মসজিদে জানাযার ঘোষণা করা জায়েয নয়। আর জানাযার ঘোষণা মসজিদের দরজায় দেওয়াকেও ইমাম মালেক অপছন্দ করেছেন। এবং তাকে নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ হিসাবে গণ্য করেছেন।.... আর তাদের নিকট নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ হচ্ছে, মানুষের মাঝে ঘোষণা করা যে, অমুক ব্যক্তি মারাগেছে সুতরাং তার জানাযায় উপস্থিত হও।..... আর জানাযার ঘোষণা উচ্চ কণ্ঠস্বরে না করে, সে সম্পর্কে (মানুষকে নিচুস্বরে) অবহিত করা সকলের ঐক্যমতে জায়েয। (আল- বায়ানু অত- তাহস্বীল ২/২১৭)

(৪) মুহাম্মাদ আল- আরাবী আল- ক্বারূবী বলেন,

والصياح بِالْمَسْجِدِ أَو بَابه بِأَن يُقَال فلَان قد مَاتَ فَاسْعَوْا لجنازته وَنَحْو هَذَا الْقَوْل وَلَا يكره الْإِعْلَام بِصَوْت خَفِي بل هُوَ مَنْدُوب

মসজিদের ভেতরে অথবা তার দরজায় চিৎকার করা যে, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে তার জানাযার জন্য চলো বা এধরণের কোন উক্তি জায়েয নয়। আর নীচুস্বরে (মৃত্যু সম্পর্কে) অবহিত করা অপছন্দনীয় নয় বরং তা উত্তম। (খুলাস্বাতুল ফিক্বহিয়্যাহ আলা মাযহাবিস- সাদাতিল মালেকিয়্যাহ ১/১৫৫ নম্বর ১৫)

(৫) আবূ বাকার ইবনুল আরাবী আল- মালেকী (মৃত্যু ৫৪৩ হজরী) বলেছেন,

يُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَحَادِيثِ ثَلَاثُ حَالَاتٍ: الْأُولَى: إعْلَامُ الْأَهْلِ وَالْأَصْحَابِ وَأَهْلِ الصَّلَاحِ فَهَذَا سُنَّةٌ. الثَّانِيَةُ: الدَّعْوَةُ لِلْمُفَاخَرَةِ بِالْكَثْرَةِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ. الثَّالِثَةُ: الْإِعْلَامُ بِنَوْعٍ آخَرَ كَالنِّيَاحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا مُحَرَّمٌ.

হাদীসের সমষ্টি থেকে তিনটি অবস্থা প্রমাণিত হচ্ছে;

প্রথমঃ আত্মীয়- স্বজন, সাথী- বন্ধু এবং সৎ লোকদেরকে খবর দেওয়া সুন্নাত।

দ্বিতীয়ঃ গৌরব- প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে সংখ্যা বৃদ্ধি করা মাকরূহ (অপছন্দনীয়)।

তৃতীয়ঃ এছাড়া অন্য পদ্ধতিতে সংবাদ দেওয়া যেমন, বিলাপ, আর্তনাদ ইত্যাদির সাথে সংবাদ দেওয়ার বিষয়ঃ তো এটা হারাম। (ফাতহুল বারী ৩/১১৭, নাইলুল আউত্বার ৪/৭০, তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৫২, মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৭১)

প্রকাশ থাকে যে, ইবনুল আরাবি (রাহেমাহুল্লাহ)- র বর্ণিত তিনটি অবস্থার মধ্যে প্রথম দু'টিতে মাইকে ঘোষণার কথা নেই। তার মানে মাইকে ঘোষণা করা তৃতীয় ও হারাম অবস্থার

অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সংবাদকে হারাম বলেছেন।

(৬) আল্লামাহ মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ- শাউকানী (মৃত্যু ১২৫০ হিজরী) বলেছেন,

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِعْلَامَ لِلْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَمْلِ وَالدَّفْنِ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ؛ لِأَنَّ إعْلَامَ مَنْ لَا تَتِمُّ هَذِهِ الْأُمُورُ إلَّا بِهِ مِمَّا وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى فِعْلِهِ فِي زَمَنِ النُّبُوَّةِ وَمَا بَعْدَهُ، وَمَا جَاوَزَ هَذَا الْمِقْدَارَ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ عُمُومِ النَّهْيِ.

ফল কথা, নিষেধের ব্যপকতা থেকে গোসল, কাফন- দাফন, কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং স্বলাতের জন্য মৃত্যুর প্রচারকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কারণ যাদের ব্যতীত এসব কাজ পূর্ণ হবে না তাদেরকে জানানো সে সব কাজের অন্তর্ভুক্ত যা করার উপর নাবী (স্বাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) এর যুগ ও তার পরবর্তী যুগে ইজমা হয়ে গেছে। আর যেটা এ পরিমাণের বাইরে তা নিষেধের সাধারণত্বের অন্তর্ভুক্ত। (নাইলুল আউতার ৪/৭০)

(৭) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আস- সানায়ানী (মৃত্যু ১১৮২ হিজরী) বলেছেন,

وَيَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ (قُلْت) وَمِنْهُ النَّعْيُ مِنْ أَعْلَى الْمَنَارَاتِ كَمَا يُعْرَفُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ فِي مَوْتِ الْعُظَمَاءِ

আমার নিকট ইহা নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদের নিকটবর্তী। আমি বলছিঃ এই নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত মিনারের উপর থেকে ঘোষণা করা যেমন আজকাল সম্মানিত ও ক্ষমতাবান লোকদের মৃত্যুতে করা হয়। (সুবুলুস- সালাম ১/৪৮২)

(৮) ফাতাওয়া আশ- শাবাকাতুল ইসলামিয়্যার মুফতীগণ বলেছেন,

فإن الإعلام بموت الشخص لا حرج فيه إن شاء الله، وهو من النعي الجائز، ما لم يقترن بمحذور شرعي فيمنع لأجل ذلك.. لكن النداء على الجنائز من خلال مكبرات الصوت في المسجد أمر لا ينبغي

কোন ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করাতে- ইনশা- আল্লাহ- কোন অসুবিধা নেই। এটা হবে জায়েয মৃত্যুসংবাদ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শারয়ী ভয়াবহতা যা থেকে নিষেধ করা হয় তার সাথে মিশ্রিত না হবে। পক্ষান্তরে মসজিদের মাইকে উচ্চ কন্ঠস্বরে জানাযার ঘোষণা বাঞ্ছনীয় নয়। (ফারাওয়া আশ- শাবাকাতুল ইসলামিয়্যা ১১/১৩৩৩৪)

(৯) আল্লামাহ আলবানী (রাহেমাহুল্লাহ) অধ্যায় রচনা করেছন, মৃতুব্যক্তির নিকটতম লোকদের জন্য যা করা হারামঃ অতঃপর লেখেছেন,

الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لانه من النعي..... وقال الحافظ: وفائدة هذاه الترجمة الاشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب ..... قلت: وإذا كان هذا مسلما، فالصياح بذلك رؤوس المنائر يكون نعيا من الدور باب أولى، ولذلك جز منابه في الفقرة التي قبل هذه..

মিনার এবং তার মতো কোন স্থান থেকে মায়্যেতের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা। কারণ এটা নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ। অতঃপর বলেছেন, হাফেয ইবনু হাজার বলেন, এ অনুচ্ছেদের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মৃত্যুসংবাদ নিষিদ্ধ নয়। নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে যা জাহিলী যুগের লোকেরা করতো।.... তার পর আলবানী বলেছেন, আমি বলবঃ যদি এটা স্বীকৃত হয়, তবে মিনারার উপর থেকে চিৎকার করে ঘোষণা করা, নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ হওয়ার অধিকতর উপযোগী। আর এজন্যই আমি এর পূর্বের অনুচ্ছেদে এমর্মে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছি। (আহকামুল জানাইয ১/২৭- ৩৩)

(১০) মদীনার বর্তমান মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুল মুহসিন ইবনু হামদ আল- আব্বাদ আল- বাদর- কে এমর্মে প্রশ্ন করা হয়, আমরা প্রজাতন্ত্র ইয়ামানের অন্তর্গত হাযারেমাউতের আহলে সুন্নাত মসজিদ সমূহের ইমামগণ, স্বলাতের পর মাইকে শহরবাসীর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা কে কেন্দ্রক'রে বিশালভাবে বিভিন্ন মতের শিকার হয়ে পড়েছি। তবে এটা প্রশংসা মুক্ত মৃত্যুসংবাদ যাতে বলাহবেঃ অমুকের ছেলে অমুক মৃত্যুবরণ করেছে অমুক গ্রামের অমুক মসজিদে তার জানাযাহ হবে। ..... কেউ বলছেঃ এটা জায়েয নয় । কারণ এটা নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদ । আবার তাদের মধ্যে কেউ বলছেঃ বরং এটা মানুষকে মৃত্যু সম্পর্কে জানানো জায়েয। নাবী(স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) নাজাশী এবং আরো অন্যদের মৃত্যুসংবাদ দিয়েছেন। আবার কেউ বলছেঃ নিজ এলাকার মায়্যেতের কাফন- দাফন এবং তার জানাযার স্বলাতের জন্য জায়েয। কিন্তু অন্য এলাকার হলে জায়েয নয় কারণ এটা নিন্দনীয় মৃত্যুসংবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। শায়খ এর উত্তরে বলেছেন,

الإعلان مطلقاً بأن كل ميت يعلن عنه في المساجد بأنه توفي هذا غير صحيح، ومعلوم أن الجنائز يصلى عليها في مساجد معينة، فالإمام لا يعلن بمكبر الصوت، إنما يخبر الناس بأي وسيلة: أن في المسجد الفلاني جنازة، ولا يحتاج أن يسمى شخصاً.....

মসজিদে যে কোন মায়্যেতের মৃত্যুসংবাদ দেওয়া যে, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে , এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল । আর এটা তো জানা আছে যে, নির্দিষ্ট কিছু মসজিদেই জানাযার স্বলাত আদায় করা হয় । সুতরাং ইমাম মাইকযোগে এ'লান করবেন না। বরং বানুষকে অন্য কোন মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন, অমুক মাসজিদে জানাযাহ হবে। এবং মায়্যেতের নাম নেওয়ার কোন প্রয়জোন নেই।(শারহু সুনানি আবী দাউদ লিল- আব্বাদ ৪১/৪৭২)

(১১) শায়খ মুহাম্মাদ স্বালেহ আল- মুনাজ্জিদ- কে প্রশ্ন করা হয় যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর ঘোষণা মসজিদ থেকে দেওয়া কি নিষিদ্ধ ? তিনি উত্তরে বলেন,

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، والمراد من هذا النهي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه، حيث كانوا يرسلون من يعلن موت الميت رافعاً صوته بذلك، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن النعي إذا تضمن رفعاً للصوت كان منهيا عنه.

নবী (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করতে নিষেধ করেছন। আর তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা হল জাহেলী যুগে প্রচলিত মৃত্যুসংবাদ। তারা এর জন্য একজনকে পাঠাতো, সে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠস্বরে মায়্যেতের মৃত্যুর এ'লান করতো । সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ এ মত পোষণ করেছেন যে, মৃত্যুসংবাদে যখন উচ্চ কণ্ঠস্বর শামিল হয়ে যাবে তখন তা নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদে পরিণত হবে। (মাউকেউল ইসলাম সাওয়াল অ জাওয়াব ৫/৪৭৭৬)

(১২) শায়খ মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন আল- হাল্লাক্ব আল- ক্বাসেমী (মৃত্যু ১৩৩২ হিজরী) "ইসলাহু মিনাল বিদয়ে অল- আওয়ায়িদ" নামক গ্রন্থে অনুচ্ছেদ কায়িম করেছেন।

الفصل الأول: فيما يفعلونه للميت في المسجد من البدع والمحدثات وهو أمور.

نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه:

قال الشمس ابن القيم: وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرْكُ نَعْيِ الْمَيِّتِ، بَلْ كَانَ يَنْهَى عَنْهُ وَيَقُولُ: هُوَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ كَرِهَ حذيفة أَنْ يُعْلِمَ بِهِ أَهْلُهُ النَّاسَ إِذَا مَاتَ، وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّعْيِ.

প্রথম অনুচ্ছেদঃ "মানুষ মায়্যেতের উদ্দেশ্যে মসজিদে বেশ কিছু বিদ'আত এবং নবপ্রবর্তিত কাজ করছে" (১) মিনার থেকে মায়্যেতের মৃত্যু সংবাদ এবং তার জানাযার ঘোষণাঃ শামস ইবনুল ক্বায়্যেম (যাদুল মুয়াদ ১/৫০৯) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত ছিল মসজিদে মায়্যেতের মৃত্যুসংবাদ না দেওয়া। বরং তিনি তা থেকে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, এটা জাহেলী আমল। নিশ্চয় হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাযি আল্লাহু আনহুমা) অপছন্দ করতেন যে, তার পরিবার তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে মানুষকে জানাক। এবং বলতেন, আমি আশঙ্কা করছি যেন এটা নিষিদ্ধ মৃত্যুসংবাদে পরিনত না হয়। (১/১৬০)

(১৩) আমর ইবনু আব্দিল মুনয়ীম সালীম বলেন, বিদআতীদের এই সেই মৃত্যুসংবাদ যা মানুষের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে তা খুব বেশীই বিস্তার লাভ করেছে। তার জন্যে বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন, গাড়িতে মাইক বেঁধে রাস্তাঘাটে প্রচার, রাস্তায় বিজ্ঞাপন অথবা মসজিদের মাইকে স্বালাতের পূর্বে অথবা স্বলাতের শেষে ঘোষণা।

মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করার এ পদ্ধতি বিদ'আত। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। তবে জাহেলী যুগে এর ভিত্তি অবশ্যই বিদ্যমান যা থেকে নাবী (স্বাল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। তার পর তিনি হুযাইফাহ (রাযি আল্লাহ আনহুমা)- র হাদীস বর্ণনা করেছেন ..... ('আস- সুনানু অল মুবতা দিয়াত ফিল ইবাদাত' ১/৭৯ হাফেয যুবাইর আলী যায়ী এই বইয়ের উরদূ অনুবাদ করেছেন। এবং তিনি তার নাম দিয়েছেন 'ইবাদাত মে বিদ'আত আউর সুন্নাতে নাবাবী সে উনকা রাদ' ১৮১ কিন্তু তিনি এ মতের বিরধীতা করেননি বরং তাকে সমর্থন জানিয়েছেন।)

প্রাসঙ্গিক সংযোজন

(১) মৃত্যুসংবাদ লিখে মসজিদে বোর্ড ঝুলানোঃ এ ব্যপারে **সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া পরিষদ ফাতাওয়া দিয়েছেন,**

لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا.

মৃত্যুসংবাদ বা তার মত কিছু লিখে মসজিদে বোর্ড ঝুলানো বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ মসজিদ এর জন্য তৈরী করা হয়নি। (আল- লাজনাতুদ- দায়িমাহ ৯/১৪২)

(২) সংবাদপত্রের মাধ্যমে মৃত্যুর এলান করাঃ এমর্মে শায়খ ইবনু জিবরীন বলেন,

لا بأس بنشر الخبر عن وفاة بعض الأشخاص المشهورين بالخير والصلاح ليحصل الترحم عليهم والدعاء لهم من المسلمين ولكن لا يجوز مدحهم بما ليس فيهم

প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মৃত্যুর এ'লান উত্তম পদ্ধতিতে ও সততার সাথে সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করাতে কোন অসুবিধা নেই। যাতে করে মুসলিদের পক্ষ হ'তে তাঁদের জন্য দু'আ ও আল্লাহর রহমত অর্জিত হয়। কিন্তু তাঁদের এমন প্রশংসা জায়েয হবে না যা তাঁদের মধ্যে নেই। অর্থাৎঃ প্রশংসায় বাড়াবাড়ি জায়েয নয়। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/৫৮)

আল্লামাহ ইবনু বায (রাহেমাহুল্লাহ) বলেছেন,

هو محل نظر لما فيه من التكلف غالبا، وقد يباح إذا كان صدقا وليس فيه تكلف، وتركه أولى وأحوط، وإذا أراد التعزية فيكتب لهم كتابا أو يتصل بالهاتف أو يزورهم وهذا أكمل.

এটা বিতর্কিত বিষয়ঃ কারণ তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃত্রিমতা থাকে। তবে যদি সত্য হয় এবং তাতে কোন কৃত্রিমতা না থাকে তো জায়েয হবে। কিন্তু তা না করাই উত্তম। আর যদি উদ্দেশ্য সান্তনাদান হয় তবে তাঁদেরকে একটি পত্র লিখবে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করবে অথবা তাঁদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করবে এটাই হবে শ্রেষ্ঠতর। (মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে বায ১৩/১০৮)

(৩) মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার সময় মায়্যেতের সামান্যতম প্রশংসা করা জায়েযঃ রাসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) নাজাশির মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার সময় বলেছিলেন,

قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ

অবশ্যই আজ হাবশার (আবিসিনিয়া)- র একজন সৎ লোক মৃত্যুবরণ করেছেন। (স্বহীহ বুখারী হাঃ ১৩২০)

(৪) মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার সময় মায়্যেতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করা জায়েযঃ নাবী (স্বল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) নাজাশির মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার সময় বলেছিলেন,

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ

তোমাদের ভাইয়ের জন্য (আল্লাহ তা'আলার নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা কর। (স্বহীহ বুখারী হাঃ ১৩২৭, স্বহীহ মুসলিম হাঃ ৯৫১)

উপসংহার

মাইকে মৃত্যুসবাদ ঘোষণা করা কয়েকটি কারণে জায়েয নয়।

(ক) কারণ তাতে কণ্ঠস্বর উচ্চ করা রাসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) ও তাঁর স্বাহাবা (রাযি আল্লাহ আনহুম) থেকে প্রমাণিত নয়।

(খ) তাতে কণ্ঠস্বর উচ্চ করা জাহেলী মৃত্যুসংবাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট। যা থেকে রাসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। এবং সালাফে স্বালেহীনদের অনেকেই তার ভয়ে সুন্নাতী মৃত্যুসবাদ প্রচার করা থেকেও নিষেধ করেছেন।

(গ) এমর্মে উলামাগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মৃত্যুসবাদে কণ্ঠস্বর উচ্চ করলেই তা জাহেলী মৃত্যুসংবাদে পরিণত হবে।

(ঘ) মসজিদের মাইকে মৃত্যুসবাদ ঘোষণা করা আরও বড় অপরাধ। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামাগণের নিকট মৃত্যুসবাদের জন্য মসজিদে অথবা তার দরজায় কণ্ঠস্বর উঁচু করা জায়েয নয়।

(ঙ) যেসব সম্মানিত উলামাগণ মাইকে মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করাকে জায়েয বলেছেন। তাঁরা একথা বিদ'আতকে প্রশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলেননি বরং তাঁরা নিজ নিজ ইজতিদের আলোকে সুন্নাত ভেবেই বলেছেন। ফলে তাঁরাকে বিদ'আতী বলা জায়েয নয়। কিন্তু কারো সামনে সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর একাজ করলে সে বিদ'আতী হবে।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি, আল্লাহ যেন আমাদের সকলকেই কুর 'আন ও সুন্নাহকে সালাফে স্বালেহীনদের উপলব্ধির আলোকে বুঝে তার প্রতি আমল করা এবং তার প্রচার ও প্রসার করার তাওফীক্ব দান করেন –আ- মীন-

وَصَلَى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا محمد وَعلى آلِه وَأصْحَابِه اَجْمَعِينَ
وَمَنْ تَبِعَهُم بِاحْسَانٍ الى يَومِ الدِّين.